5071

~~1566~~

~~86.01~~

শিক্ষা-প্রসঙ্গ

SENIOR BASIC TRAINING
MANIPUR.
5071

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বি. এ, বি. টি.
সাহিত্যরত্ন
প্রধান শিক্ষক (অতিরিক্ত) আর, বি, এইচ, ই স্কুল, কুচবিহার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

West Bengal
S. C. E. R. T.
Library
1576
E 127
253, B. C. R.

ভারতী :: বুক :: ষ্টল
রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date .....
Accn. No... 9396

১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নবগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডল
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীহৃষীকেশ বারিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

~~1566~~
5071

শিক্ষা-প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন মিশর ও গ্রীস

প্রাচ্যখণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে চীন ও ভারতবর্ষের স্থান সকলের উপরে এবং সকলের আগে, তারপর প্রাচীন মিশর। ভারতবর্ষের ন্যায় সেখানেও ধর্ম্মই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের বিধানকে ভয় করিতে হয়, তাই ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যকতা। ঈশ্বর জ্ঞান হইতেই কর্ত্তব্যবোধ ; কর্ত্তব্য বোধ হইতে নিজের ও অপরের জন্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান। তাই সেকালের মিশরীয় বিদ্যালয়ে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হইত। মিশরীয় জনগণ যখন 'ব্যাবিলন'-এ বিতাড়িত হয়, তখন তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠে। ধর্ম্ম, নীতি, গুরুজনে ভক্তি, ধৈর্য্য, পবিত্রতা, বাধ্যতা এবং স্বদেশ-প্রীতি বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় ছিল। বালক ও যুবকগণ কৃষি ও বাণিজ্য, বালিকাগণ রন্ধন ও সেলাইএর কাজ শিখিত। প্রাচীন মিশরের কথা মনে হইলেই মিশরীয়দের "সিনাগগ্" (Synagogue) অর্থাৎ মিলনকেন্দ্রগুলির কথা মনে হয়। উহাতেই উহারা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিত। শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে "ওলড্ টেষ্টামেণ্টের" অংশ, লেখা, পড়া, অঙ্ক, কিছু ইতিহাস, কিছু ভৌগোলিক জ্ঞান এবং চোখ ফোটার মত সাধারণ জ্ঞান শিখাইতেন। প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা অধিক হইত। হয়ত শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। শিক্ষকগণ পয়সা লইতেন না। যেখানেই

দশজন ছাত্র জিজ্ঞাসু হইয়া একখানে জুটিত, সেখানেই শিক্ষক জুটিতেন। উপদেশ শুষ্ক ও আনন্দহীন হইত না; তর্ক-বিতর্কে সভা অনেক সময়ে সরগরম থাকিত।

ধর্ম্ম ছাড়া বহির্জগতের জ্ঞানও বিতরিত হইত। গণিত ও জ্যোতিষ শিক্ষনীয় বিষয় ছিল। প্রকৃতির শক্তিকে সকলে ভয়-বিমিশ্র প্রণতি জানাইত। ঠিক্ যেন আমাদের দেশেরই মত ভাব, যেন সেই উষা-স্তোত্র, সেই দেবদেবীর উপাসনা। 'ট্যালমাড্' নামক গ্রন্থে মিশরীয়দের নীতি ও দর্শন নিবদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সঙ্গেও ইহার পরিচয় কম ঘনিষ্ট ছিল না, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব এই দর্শনের নিকট অনেকাংশে ঋণী—একথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

গ্রীসের প্রাচীন নাম ছিল 'হেল্যাস'; হেলিনিক-সভ্যতা ও শিক্ষা অনেকদিন হইতে চলিতেছিল। পেরিক্লেসের যুগে ঐ সভ্যতা পুষ্পিত হয়। সক্রেটিস্, প্লেটো এবং এরিষ্টটল্ এই তিন মনীষীর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে ইহাদের দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রণালীর অগ্রেই স্পার্টা এবং এথেন্সের প্রচলিত শিক্ষার ধারা ইউরোপ খণ্ডে নূতনতর মানুষ গড়িয়া তুলিতেছিল।

স্পার্টা নগরী ছিল চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত। সেইজন্য সেখানকার অধিবাসীগণ প্রথম হইতে যুদ্ধ-বিদ্যা অভ্যাস করিতে বাধ্য হইত। রাষ্ট্রের সেবা ছিল স্পার্টাবাসী লোকের প্রাণগত ধর্ম্ম। রাষ্ট্রশক্তিও সেইজন্য শিশুর উপর আপন ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা দেখিত। দুর্ব্বল, রুগ্ন এবং অক্ষম শিশুকে রাষ্ট্রনায়ক মারিয়া ফেলার ব্যবস্থা করিতেন। কোন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর উপর ছেলেদের খাওয়া, পরা ও শোওয়ার ভার অর্পিত ছিল। কঠোর নিয়ম-সংযমের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী বালকগণকে চলিতে হইত। শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধন শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। নাচ, দৌড়, বলখেলা, বল্লম ছোঁড়া এবং কুস্তি সকলকেই শিখিতে হইত।

কিন্তু যে পরিমানে শরীর চর্চ্চা হইত, সে পরিমাণে মগজের ব্যবহার হইত না। ল্যাইকারগাসের আইন এবং হোমরের কবিতা ছেলেরা মুখস্থ করিত। আহারের সময়ে বালক এবং যুবক শিক্ষার্থিগণ বৃদ্ধগণের প্রশ্নের উত্তর খুব শীঘ্র শীঘ্র দিতে অভ্যাস করিত।

বয়স আঠার বৎসর হইলে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইত। একটী অভিনব পন্থায় যুদ্ধার্থিগণের ধৈর্য্য পরীক্ষা করা হইত। কোন একটী দেবমন্দিরের সম্মুখে উঁচু বেদীর উপরে বহু লোকের সাক্ষাতে তাহাদিগকে প্রহার করা হইত। হাস্যমুখে এই কষ্ট ও অপমান যে সহ্য করিতে পারিত, সে পাকাপাকি ভাবে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ত্রিশ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করিত। তখন তাহাকে বিবাহ করিতে হইত, অথচ সংসারী হইয়া ভোগ-সুখে নিমগ্ন হইতে তাহার অধিকার ছিল না। স্ত্রীর সহিত গোপনে দেখা করিতে হইত। মেয়েদের শিক্ষাও এইভাবে হইয়া উহাদিগকে 'রণচণ্ডী' করিয়া তুলিয়াছিল। আধুনিক জার্ম্মানীর শিক্ষা প্রণালীর সহিত এই শিক্ষার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। এ শিক্ষায় শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আমলে আসে নাই। এইভাবে দশকে সিমেণ্টে আঁটিয়া এক করিয়া ফেলে নাই—এথেন্সে। সেখানে শিক্ষা নীতি ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপোষক।

সাত বৎসর বয়সে এথেনীয় ছাত্রের বিদ্যারম্ভ হইত। ব্যায়াম, বংশীবাদন, পঠন ও লিখন সকলের জন্য ব্যবস্থিত ছিল। সঙ্গীত এথেন্সবাসী বালকের মনে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কাব্যানুগ ও রসলিপ্সু করিয়া তুলিত। শিক্ষার্থীর পাঠ্যতালিকা সুদীর্ঘ ছিল না। কিন্তু শিক্ষকগণের গভীর জ্ঞান-পিপাসায় ও জ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ হইত।

এথেন্স সহরের উপকণ্ঠে "জিম্‌ন্যাসীয়া" (Gymnasia) নামে কতকগুলি ব্যায়ামাগার ছিল। সেখানে ১৫ বৎসরের বালকগণ প্রবেশাধিকার পাইত। তখন হইতে জগতের খবরাখবর তাহারা লইত। ইহার তিন বৎসর পর

রীতিমত সৈনিক জীবন এবং আরও দুইবৎসর পর প্রাপ্তবয়স্কের পূর্ণ নাগরিক অধিকার-প্রাপ্তি। তখনও নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিক্ষার জের চলিত। ইহার পর যুগান্তর আসিল, ব্যক্তি-স্বাধীনতা উগ্রতর হইল। সমাজ জীবনে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলার সহস্র পন্থা বাহির হইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া সকলে বাগ্মিতা ও তর্কশক্তি অর্জ্জনের প্রয়াসী হইয়াছিল। তখন "সোফিষ্ট" বলিয়া একদল শিক্ষকের আবির্ভাব হইল। সোফিষ্ট্‌গণ শরীর-চর্চ্চা কম করিয়া দিয়া এথেন্সবাসী যুবকগণকে তর্ক, যুক্তি, কাব্য, অর্থাৎ মনশ্চর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ব্বত্র ইহাদের আনা-গোনা চলিতে লাগিল। তখন আপনা হইতে এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। একদল নরম-পন্থী শিক্ষক দেখা দিলেন। সক্রেটিস্ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সত্য নির্ণয়ের নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, জ্ঞান অত্যন্ত সুনির্দ্দেশ্য বস্তু নহে, ব্যক্তি বিশেষের মত মাত্র। অর্থাৎ 'প্রশ্নবান' নিক্ষেপ করিলে সকলের জ্ঞানকেই শতধা খণ্ডিত করা যায়।

এই কথোপকথন-মূলক শিক্ষাদান সক্রেটিসের দান। ইহার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ বলি দেন। প্লেটো এই শিক্ষা পদ্ধতিটীকে নূতন করিয়া রক্ত মাংসে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার "রিপাবলিক" নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে। বলিতে গেলে পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে উহাই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা-গ্রন্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন রোম

প্রাচীন রোম ছিল ইউরোপের প্রচণ্ড শক্তির আধার। গ্রীস দেশকে গ্রাস করিবার পূর্ব্বে রোমক সভ্যতার প্রকৃতি ভিন্নরূপ ছিল। পণ্ডিতগণ বলেন, গ্রীস্-বিজয়ের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোম নূতন আলোক ও জীবন পাইয়াছিল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাহার প্রতিফলন ও স্পন্দন আমাদের আলোচ্য বিষয়। গ্রীক কৃষ্টির স্পর্শের পূর্ব্বে প্রাচীন রোমের শিক্ষাদান প্রথা অনেকটা স্পার্টার মত ছিল, উহাতে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, নারীর শক্তি চর্চ্চা ও আদর্শ পরাঙ্মুখতা প্রধান উপকরণ ছিল। প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় সৌন্দর্য্যানুরাগ, ছন্দঃপ্রীতি এবং মাত্রানুগ ব্যবহার ছিল না। বালক-বালিকাদিগকে ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা ঘরে বসিয়া পিতা ও মাতা দিতেন। বড় ঘরের যাঁহারা সন্তান, তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও ভোজনাদি দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ হইত; কৃষক ও বণিক্‌গণ আপন পুত্র ও পুত্রস্থানীয়দের নিজ ব্যবসায় শিক্ষা দিত। কেবল মেয়েরা, কি বড়, কি ছোট, মায়ের নিকটে ঘর সংসারের কাজ, সেলাই ও বুনানীর কাজ শিখিত। ছেলেরা কিছু কিছু পড়িতে, লিখিতে, রোমক বীরগণের প্রাচীন গাথা মুখস্থ করিতে এবং রোমক আইনের দ্বাদশনীতি কণ্ঠস্থ করিতে অভ্যাস করিত। খেলা-ধূলা, ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের অভিনয় এবং নকল যুদ্ধ অভ্যাস করায় সে সময়ে বালকদের কৌতুক জন্মাইত। এইভাবে নাগরিকতা শিক্ষা করিতে যাওয়ায় রোমের লোককে গ্রীক্‌গণ "বর্ব্বর" আখ্যা দিত; আবার রোমবাসিগণও গ্রীসীয় সভ্যজনকে "কল্পনা-কুশল উদাসী" বলিয়া উপেক্ষা করিত।

১৪৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রীস দেশ সম্পূর্ণরূপে রোমের অধীন হয়; তখন হইতে রোমক-সাম্রাজ্যে নূতন পদ্ধতির শিক্ষা প্রণালী আরম্ভ হয়।[১] এই পদ্ধতি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত যে ভাবে চলিয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায়—তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় সেকালে প্রচলিত ছিল। (১) লুডাস (Ludus) অর্থাৎ নিম্নতম শিক্ষালয়; (২) গ্রামোর্টিকাস (Grammatious) অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষালয়; (৩) অলঙ্কার শাস্ত্র ও কাব্যাদির শিক্ষাকেন্দ্র, যাহা পরবর্ত্তী যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল।

ছেলেরা ঘরে থাকিয়া যাহা শিখিত 'লুডাস' অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে তাহারই পুনরালোচনা চলিত। ছেলেরা সেখানে লিখিতে, পড়িতে, ছোটখাট হিসাব করিতে শিখিত। ক্রমশঃ সাহিত্যাংশ প্রাধান্য লাভ করে।

বহু গ্রীক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় ও "অডিসী"র অনুবাদ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে মুখস্থ বিদ্যার দিকে শিক্ষকগণ ঝোঁক দিতেন, ছাত্ররা মোম-মাখান কাঠের উপরে "ষ্টাইলাস্" (Stylus) নামক কলম দিয়া লেখা অভ্যাস করিত,—আমাদের দেশের কলাপাতায় লেখার মতো। শিক্ষক ছিলেন বড় কঠোর—ছড়ি ও বেতের ব্যবহার খুব চলিত। ভস্মস্তূপের আবরণ খুলিয়া ফেলিলে হারকিউলেনিয়াম্ নগরীর একটী খোদাই করা চিত্রে আবিষ্কার হইয়াছে,—একটী রোমীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটী ছাত্রকে বলির ছাগের মত হাত-পা বাঁধিয়া প্রহার করা হইতেছে, প্রহারকর্ত্তা স্বয়ং শিক্ষক মহাশয়! চণ্ডীমূর্ত্তি হইতে পারিলেই সুযোগ্য শিক্ষক হওয়া চলিত। আর সাধারণ শিক্ষকগণের সামাজিক পদবী নিকৃষ্ট ছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন অনেকস্থলে অনেক ঘরের বারান্দায় হইত এবং ছাত্রগণ মেজের উপর বসিয়া পাঠাভ্যাস্ করিত।

গ্রামার স্কুল ছিল দ্বিতীয় ধাপ। সেখানে বিশুদ্ধ ভাবে বাক্য-রচনা, বাক্য-কথন, ভাল ভাল কবিতার অর্থবোধ এবং সাহিত্যের সাধারণভাবে অনুশীলন

হইত। শব্দতত্ত্ব, ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, পদান্বয়, প্রত্যয়ের ব্যবহার, অনুচ্ছেদ গঠন, সদ্‌গ্রন্থের সারাংশ লিখন, সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রগণের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করা হইত। গণিত, ভূগোল, জ্যোতিষ, সঙ্গীতশাস্ত্রও উপেক্ষিত হইত না, তবে তাহাদের স্থান পাঠ্য তালিকা হইতে কিছু নিম্নে ছিল। গ্রামার স্কুলে শিক্ষকগণ যাহা বলিতেন ছাত্রগণ প্রায় তাহা লিখিয়া লইত; স্বাধীন রচনা অপেক্ষাকৃত অনাদৃত ছিল; অর্থাৎ এখনকার নোট্ লেখার মত কিছু কিছু নিয়ম ছিল। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা মোটামুটি রকমের ছিল। ভাল ভাল দালান কোঠায় সুসজ্জিত আসবাবের মধ্যে পড়াশুনা চলিত। লুডাসের দুর্দ্দশা গ্রামার স্কুলে ছিল না। ছাত্রগণ আরামে থাকিতে শিখিল।

গ্রামার স্কুলের পরিণত অবস্থা দেখা গিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্ত্তনে। কুইন্‌টিলিয়্যানের মতে বাগ্মী ব্যক্তিই ছিল শিক্ষা ও কৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রকৃত শিক্ষিত লোক আইন, ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইবেন ও জ্বালাময়ী, ওজোময়ী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি ও শক্তি অর্জ্জন করিবেন,—এই ছিল প্রাচীন রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতে রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে ভাব, ভাষা এবং বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইত। এথেন্স এলেক্‌জ্যান্দ্রিয়া, ম্যাসিনা প্রভৃতি ছিল বিদ্যায়তনের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

এই উন্নতির অবসানের পর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের গলদ দেখা দিল। শিক্ষাদান রাজনীতি ও শোষন-নীতির অঙ্গীভূত হইল। একমাত্র রোমক সম্রাটেরই বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার অবশিষ্ট রহিল। ইহাতে ফল আপাত-দৃষ্টিতে খারাপ হইলেও একটী উপকার হইল এই যে কঠোর শাসন-তন্ত্রের প্রবর্ত্তনে ব্যক্তিবিশেষের উদ্যম ও চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের একটা একত্ব-বোধ জন্মিল। Public Education অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার ভিত্তি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যে স্থাপিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্লেটো ও এরিষ্টটল

প্লোটোর 'রিপাবলিক্' নামক গ্রন্থে বর্ণিতব্য বিষয় ছিল—প্রধাণতঃ বিচার, কিন্তু সুবিচার মানব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে চাই একটি আদর্শ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র গঠনে চাই এমন সব জ্ঞানী ও গুণীলোক, যাঁহারা কেবল জীবন-ধারণের উপায় সমূহের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন না, আত্মার খোরাক যাঁহাদের নিকট অধিক মূল্যবান, এইরূপ লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাঁহাদের সমষ্টি নিশ্চয়ই শিক্ষা-পূত হইবে। এই শিক্ষা শ্বাস-প্রশ্বাসের মত যাঁহাদের নিকট হইবে, সেই সকল বালক-বালিকাকে যে পথে চলিতে হইবে তাহাই "রিপাবলিক" গ্রন্থে মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এডওয়ার্ড কায়ার্ড সমস্বরে প্লেটোর পুস্তকের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, উহা প্রকাশ্যতঃ রাজনীতি বিষয়ক হইলেও মূলতঃ একখানি অমূল্য শিক্ষা গ্রন্থ। প্লেটো চাহিয়াছেন একদল শিক্ষিত অভিভাবক গড়িতে। সঙ্গীত এবং শরীর-চর্চ্চা শিক্ষার এই দুইটি প্রধান অঙ্গ। তখনকার লোকে বলিত ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুক শরীর পুষ্টির জন্য অভিপ্রেত এবং সঙ্গীত মনের পুষ্টির জন্য। কিন্তু প্লেটোই প্রথম বলিলেন উভয়ের শিক্ষক একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত, অর্থাৎ শরীর সুগঠিত করা হয় মনের সৌষ্ঠবময় গঠনের জন্য।

প্লেটো বলিয়াছেন, শিশুমন গঠিত করিতে হইলে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্ক হইতে হইবে। বালকমনে যে সকল গল্প, উপাখ্যান বা উপদেশ প্রথম প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে উপদেষ্টার কল্পনার অবকাশ দিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন। প্রথম হইতেই ভাল গল্প

মন্দ গল্প বাছাই করিয়া একমাত্র ভালগুলির পরিবেশনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে গল্পে Allegory বা রূপকের আয়োজন বেশী, তাহা যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, কারণ রূপক এক হিসাবে মিথ্যার পোষক। সুতরাং সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেশের বীরত্ব গাঁথা বা কাহিনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই শিক্ষনীয়। উহাই হওয়া উচিত প্লেটো-বর্ণিত সঙ্গীতের মর্ম্মদেশ।

প্লেটো-বর্ণিত সঙ্গীতের বহিরঙ্গ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষভাবে যে উক্তি লোকে করে উহাই মনের উপর বেশী করিয়া দাগ ফেলে; তাই উহার ফলে মনের অভ্যাস গঠিত হয়। সঙ্গীত কথাটির এ অর্থ আধুনিক নহে। সুর, তাল, ছন্দ ও ধ্বনি এমন হওয়া উচিত যে তাহাতে যেন নারী-সুলভ ভাব ও চিত্তের দুর্ব্বলতা না আসে। প্লেটোর সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলেন,—"গানে যেমন করিয়া মানুষকে শিখাইয়া তোলে এমন আর কিছুতেই হয় না। সুর ও ঝঙ্কার মানুষের মনের গভীর তলদেশে প্রবেশ করিয়া সেখানেই দৃঢ়বদ্ধ হয়। তাহার পর সেই মন সুশিক্ষিত হইয়া সুন্দর হয়। যে অশিক্ষিত, তাহার মনও হয় অসুন্দর।"

দার্শনিকের মুখে এ যেন কাব্যকথা। এ পরম দার্শনিক এক হিসাবে অতি আধুনিক; ইঁহারই নিকটে আমরা পুরুষ ও নারীর সহশিক্ষার বানী সকলের পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছি।

প্লেটো শিক্ষার নিম্নস্তরে সঙ্গীতকে স্থান দিয়া ক্রমশঃ গণিত, জ্যামিতি এবং দর্শন (dialectics) শিখিতে হইবে বলিয়াছেন। Through Mathematics to Metaphysics অর্থাৎ গণিত হইতে অধ্যাত্মবাদ এই শিক্ষার মর্ম্ম। প্লেটোর মতে প্রকৃত সত্যের সন্ধান তাঁহার dialectic হইতে পাওয়া যায়। গণিতাদি শাস্ত্রে যাহার অধিকার জন্মিয়াছে কেবল সে এই সত্য অনুভব করে।

এখন বয়সের কথা। সাধারণ এথেনীয় শিক্ষা কুড়ি বৎসরের অধিক বয়সে কাহাকেও দেওয়া হইত না। আঠার হইতে কুড়ি এই বয়সের মধ্যে যাহারা সাধারণ শ্রেণীর উর্দ্ধে তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিতে হইত। তাহারাই কেবল পূর্ব্বোক্ত উচ্চশ্রেণীর গণিতাদি শিক্ষা করিত; তাহাতে তাহাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইত। ত্রিশ বৎসর বয়স দর্শন অধ্যয়নের প্রকৃত সময়। প্লেটো "রিপাবলিক" গ্রন্থের পর "Laws" অর্থাৎ নীতি-গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থ পূর্ব্বখানির বিবর্দ্ধন মাত্র। নিম্নের অনুচ্ছেদটি পরের বইখানির অংশ বিশেষের অনুবাদ :—

"শিশুমনে যে সহজ সৎপ্রবৃত্তি সুপ্ত আছে শিক্ষা দ্বারা তাহার বিকাশ হয়। সুখ ও সখ্যবোধ, ব্যথা এবং ঘৃণাবোধ এই সকলের সারাংশ কোমল মনে জাগাইয়া তুলিয়া দৃঢ় করিতে হইবে। তবেই বুদ্ধির প্রখরতা আসিলে ঐ সকল দোষ গুণের মধ্যে ঐক্য (Harmony) স্থাপিত হইবে। এই ঐক্যের অপর নাম ধর্ম্ম। যে শিক্ষায় এই ঐক্যবন্ধন পূর্ণাঙ্গ হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।" সুতরাং আমরা বলিতে পারি, সক্রেটিস যাহা ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্লেটো তাহা সমষ্টির জন্য করিয়াছেন। আর এরিষ্টটল করিয়াছেন এই উভয়ের সমন্বয়। তিনি অধিক মাত্রায় ব্যবহার বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাই তাঁহার শিক্ষা ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল।

শরীর, ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিচার বুদ্ধি এই তিনের অনুশীলন এরিষ্টটল চাহিয়াছেন। শারীরিকী, কার্য্যকারিণী এবং জ্ঞানার্জ্জনী এই তিন বৃত্তির স্ফুরণ বয়সের বৃদ্ধির সহিত ঘটিয়া থাকে। শিক্ষার্থীকে সাত হইতে কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধানতঃ শারীরিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইত। তাহার পর Impulse বা প্রবৃত্তির উপর জোর দিয়া পরে Intellect বা যুক্তির অনুগামী হইতে হইত। তাহার পর বিবাহ ব্যবস্থায় অযোগ্যের অনধিকার সাব্যস্ত হইত। আইন কর্ত্তা সকল মীমাংসা করিতেন। সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষার তখন যে মত এরিষ্টটল প্রচার করিয়া

গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক মতবাদের অনুকূল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সময়ে তঁহার শিক্ষানীতি অনেকটা উপেক্ষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের লোকে তাঁহার দানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছে।"

বলিতে কি ইউরোপ খণ্ডে তিনিই প্রথম লোক শিক্ষক যিনি মানুষের চিন্তাধারাকে প্রণালীবদ্ধ এবং সুসঙ্গতিযুক্ত করিয়া নানা বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপে প্রাক্-মধ্যযুগ

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন রোমে শিক্ষা বিস্তারের ফলে রোমবাসিগণের স্বদেশ-প্রীতি, সাহস এবং সেবা-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ অকৃত্রিম ছিল। কিন্তু রোমক সাম্রাজ্য বিস্তারের পর হইতে সমাজেও রাষ্ট্রনৈতিক অধঃপতন আরম্ভ হয়। গ্রীক্‌দিগের উচ্চ চিন্তাধারা, ইহুদীদের দর্শন এই অধঃপতনকে ঠেকাইতে পারে নাই। কেবল নব-জাগ্রত খৃষ্ট ধর্ম্মই তখনকার ইউরোপে শিক্ষা ও নীতির বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসের স্থান বিচারের উর্দ্ধে; আর যাহাদের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হয়, তাহারাও ছিল বেশীর ভাগ মূর্খের দল। সেইজন্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন তাহাতে ছিল পরপারের সন্ধান, কলুষ পঙ্কিল সংসারের নহে। এ শিক্ষা দান কেবল মুক্ত আকাশ তলেই সম্পন্ন হইত না। খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে অনেক গীর্জ্জা ঘরের আওতায়, অনেক প্রচারকের গৃহ-প্রকোষ্ঠে এই নব-ধর্ম্মের মূলনীতিগুলি আলোচিত হইত। আর এই আলোচনার পুষ্টির জন্য নবশিক্ষার্থী

কিছু কিছু পড়িতে শিখিত এবং নবধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের বয়েদ কণ্ঠস্থ করিত। তিন বৎসরের কমে এই শিক্ষা সম্পন্ন হইত না; সপ্তাহে দুই দিনবার করিয়া গুরু-শিষ্যের বৈঠক বসিত। ইহার কিছুদিন পরে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধে, পশ্চিমার্দ্ধেও বটে, গ্রীক সভ্যতা এবং তদন্তর্গত গ্রীক দর্শন খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুপ্রবেশ করিয়া উহাকে রূপান্তরিত করিল। ফলে Apologist নামক একদল খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষক গঠিত হইল, যাঁহারা Stoic দর্শনের সঙ্গে যীশুর বার্ত্তা ও মতবাদের একটা নবতর সমন্বয় সাধন করিলেন। ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হইল আলেকজান্দ্রিয়ায়—আর সেখানে ধীরে ধীরে অ-খ্রীষ্টিয়গণের উচ্চতর পরিণামের জন্য এক প্রকার বিদ্যালয় সংগঠিত হইল। এখানে শিক্ষার্থিগণ বাইবেল, গ্রীকদর্শন, বিজ্ঞান, সুপ্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, শাস্ত্র প্রভৃতি শিখিত। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই বিদ্যানিকেতনগুলির যোগাযোগ ছিল। পরে য়্যান্টিয়ক, এডেসা প্রভৃতি নগরে এই সকল বিদ্যালয়ের বিস্তার হয়। এইরূপ অনেক বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টিয় গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রীক দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ সংখ্যায় অধিক এবং প্রভাব বিস্তারে গুরুতর ছিল। পণ্ডিতগণ বলেন, এইভাবে খৃষ্টীয় ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া সংসার ও পরপারে সেতু নির্ম্মাণের সুব্যবস্থা বিধি-নির্দ্দেশে সম্ভবপর হইয়াছে। এই স্কুলগুলিকে Catechetical বা Cathedral School বলা হয়। গ্রেভস্ (Frank Pierrepont Graves) সাহেবেরমতে ইহাদের তিনটী শ্রেণী; গ্রামার স্কুল (Scholasticus), সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং 'কোরিষ্টার' (chorister) বিদ্যালয়। ইহাদের ক্রমবিকাশ গভীর মনোযোগ ও গবেষণার বিষয়।

আবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় গ্রীক্ প্রভাব বর্জ্জন করা হয়। ততদিনে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক প্রায় শেষ হইয়াছে। রোমের বিশপের স্থান অবিসংবাদী হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ অপার্থিব বিষয়ে লোকের মনোযোগ পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। তথাপি চার্চ্চ গঠনে দুইটী ধারা ভাল ভাবেই

বোধগম্য হয়, একটীতে গ্রীসীয় পূজা অর্চ্চনা খৃষ্টীয় পন্থায় পৌঁছিয়াছে, অপরটীতে রোমকদের ব্যাপক শাসন পদ্ধতি সাম্রাজ্যের সমান্তরাল পোপ শক্তির অন্তর্নিহিত হইয়াছে। এই নব-শক্তির গ্রন্থি ছিল পূর্ব্বোক্ত স্কুল-গুলিতে, কেননা দেশ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঐ স্কুলেই সম্ভবপর হয়। এইরূপে খৃষ্টধর্ম্মে দুই সুপ্রাচীন সভ্যতার ছাপ সুস্পষ্টরূপে পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাহার গঠন-কার্য্য ব্যাহত হয় নাই।

SENIOR BASIC TRAINING CO
BANGP

পঞ্চম অধ্যায়

ইউরোপে মধ্যযুগ

আজ আমরা ইউরোপকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখিতেছি; কিন্তু মধ্যযুগে উহা একসূত্রে গাঁথা ছিল। মধ্যযুগ ইউরোপীয় মানব-সমাজের কৈশোর ছিল বলা যায়। পরবর্ত্তী সংস্কার-যুগে যে মার্জ্জিত রুচি এবং বয়সের অনুরূপ পুষ্টি দেখা গিয়াছিল—মধ্যযুগে তাহার অভাব ছিল। তাহার কারণ এই মধ্যযুগ বলিতে আমরা বুঝি পতনোন্মুখ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ রোমক সাম্রাজ্যে নব নব জাতির আক্রমণ ও সভ্যতার সংঘাত। সেই নূতন পরিস্থিতিতে দুইটি মাত্র দিক দ্রষ্টব্য ছিল (১) নব-রাজতন্ত্র এবং তাহার ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদ। (২) ধর্ম্ম-সংগঠন ও প্রাধান্য। এই দুই খুঁটির উপরে ভর করিয়া মধ্যযুগ দাঁড়াইয়া থাকে নতুবা Hallam সাহেবের ভাষায় বলিতে হয়,—

"সে সময়ে সৎসাহিত্য ছিল না; ছিল কতকগুলি অর্থহীন পুরা কাহিনী, নোংরা কথায় ভরা কয়েকটি খৃষ্টীয় দেবতার (Saints) জীবন কথা এবং অর্থ-ছন্দহীন কতকগুলি কবিতা। সকল সভা-সমিতিতে ধর্ম্ম-যাজকদের অধর্ম্মের কথাই ছিল আলোচ্য বিষয়। ৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে রোমে আহূত একটি ধর্ম্মসভায় নাকি একজনও লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন না। স্যার

ল্যামেনের সময়ে নাকি স্পেন দেশে কেহ কাহাকেও সৌজন্য-সূচক পত্র লিখিতেও পারিত না। ইংলণ্ডে এল্‌ফ্রেড নাকি বলিয়াছিলেন—"তাঁহার রাজ্যাভিষেক কালে একজন ধর্ম্মযাজকও সাধারণ উপাসনার মর্ম্মগ্রহণ করিতে কিংবা ল্যাটিন ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে পারিতেন না।" এই অপরিসীম অজ্ঞতার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, তখন হস্তলিখিত পুঁথি ছাড়া কাহারও ভাগ্যে বিদ্যালাভ ঘটিত না—আর তাহাও অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বহুমূল্য পার্চ্চমেণ্ট ছাড়া কাগজ পাওয়া যাইত না। আর সেই পার্চ্চমেণ্ট মুছিয়া মুছিয়া নূতন নূতন গ্রন্থ লেখা হইত।

এই সকল কুরীতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে দুইজন মহাপুরুষ আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন ছিলেন ঋষি (সেণ্ট বেনেডিক্‌ট্), অপর একজন রাজা (স্যারলেম্যান অথবা চার্লিস্ দি গ্রেট)। ইটালীর নিভৃত আশ্রমে বসিয়া ঋষি বেনেডিক্‌ট্ ধর্ম্ম যাজকের সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ শারীরিক শ্রম ও নিয়মিত দৈনিক অধ্যয়ন করিতে হইত। লিখিবার ঘরে বসিয়া মূল্যবান্ ল্যাটিন গ্রন্থ হইতে নকল করিয়া হজম করিতে হইত; এইরূপে দেখিতে দেখিতে ইউরোপের পশ্চিমখণ্ডে বহু আশ্রম বিদ্যালয় (Monastic school) স্থাপিত হয়। কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্ন্যাসী ও গৃহী—সব রকম ছাত্র জুটিতে লাগিল। বাইবেলের পঠন পাঠন হইতে ক্রমশঃ প্লেটোর দর্শন, ভাষা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ সব আসিয়া পড়িল। গণিত, সঙ্গীত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যাও পরে স্থান পাইয়াছিল। এখনকার কালের মত প্রশ্নোত্তরের সহায়তায় শুধু মুখে মুখেই বহু বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। সুতরাং বলা যায় এই আদর্শ বিদ্যালয়গুলি হইতেই ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাতি সম্ভবপর হইয়াছিল।

রাজা স্যারলেম্যান্ (Charlemagne) ইংলণ্ডের ইয়র্ক্ নিবাসী পণ্ডিত Alcuin কে দক্ষিণহস্ত স্বরূপে পাইয়া বিদ্যাচর্চ্চাকে আশ্রম হইতে প্রাসাদে

আনিলেন। অষ্টম শতকের শেষভাগে তাঁহার প্রচারিত শিক্ষা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তির ফলে শিক্ষার প্রসাদ সকলের মধ্যেই বিতরিত হইল। Trivium (অর্থাৎ ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র) এবং Quadrivium (অর্থাৎ গণিত জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতিষ) সকলে না শিখিলেও প্রাথমিক বিদ্যায় কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই। অবৈতনিক বিদ্যালয়ের আরম্ভ এই সময়েই হয়। ফলতঃ যে আশ্রমনিষ্ঠ শিক্ষা মধ্যযুগে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার দান ইউরোপের শিক্ষার ইতিহাসে কম ছিল না। অন্ধ বিশ্বাসের নিগড় হইতে ধর্ম্মবিরোধকে যুক্তির মুক্ত আকাশে উহা আনিয়াছে আর প্রাচ্য চিন্তাধারাকে ইউরোপের নূতন আবেষ্টনে গতি দিয়াছে, এই আশ্রমনিষ্ঠ শিক্ষার পরিণতি—ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব।

প্যারিস

৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে Remigius (রেমিজিয়ান) প্রথম শিক্ষাদাতা হন। তাহার দুইশত বৎসর পরে William নামক একজন অধ্যাপক তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের ব্যাখ্যা করেন তাহার সুযোগ্য শিষ্য Peter Abelard প্যারিস বিশ্বকেন্দ্রকে সত্য সত্যই বিদ্যার্থি-সঙ্ঘে পরিণত করেন। Hallam লিখিয়াছেন, ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরতত্ত্ব আইন, ভেষজতত্ত্ব এবং আর্ট, এই চারি Faculty বা বিভাগের কতকগুলি উপবিভাগ গঠিত হয়। ফ্রান্স, পিকার্ডি, নর্ম্যাণ্ডি এবং ইংল্যাণ্ডে এক একটী উপবিভাগ স্থাপিত হয়। ১২০০ খৃষ্টাব্দে Philip Augustus এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সনন্দ বা অধিকার পত্র দেন।

অক্‌স্‌ফোর্ড

এলফ্রেডের নামের সঙ্গে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জড়িত। ষ্টিফেনের রাজত্বকালে সেখানে Vaccarins ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হেনরীর সময়ে অক্‌স্‌ফোর্ড সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে

পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন ১২০১ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল তিন হাজার। রাজা তৃতীয় হেন্‌রীর সময়ে ঐ সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি। উহা বিশ্বাস্য নহে, তবে এ কথা ঠিক যে, ছাত্রসংখ্যা সে কালের অনুপাতে খুব বেশী ছিল।

বোলোগ্‌না

ইটালির উত্তর-প্রান্তস্থিত ঐ নগরে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় উহা প্যারিস এবং অক্‌স্‌ফোর্ড উভয়ের পূর্ব্বেকার কথা অর্থাৎ অনেক কাল আগে হইতেই বোলোগ্‌না (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে ছিল চিত্তাকর্ষক ইতিহাস। এ স্থানের ছাত্র ও শিক্ষকগণের কতকগুলি বিশিষ্ট অধিকার ও দাবী ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে। ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক বারবারোসা (Frederic Barbarossa) এক রাজাদেশ প্রচার করিলেন; তাহাতে বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সকল প্রকার ট্যাক্‌স্‌ হইতে ও যুদ্ধে যোগদান হইতে রক্ষা পাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানে আঘাত লাগিলে ঐ "ফারমান্‌" দ্বারা ছাত্রগণকে এখনকার কালের মত ধর্ম্মঘট করিতে দেওয়া হইত। কিন্তু তাই বলিয়া আভ্যন্তরীন শাসন শ্লথ হইতে পারিত না। শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদা যত্নবান্‌ ছিলেন। যে উপ-বিভাগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে ছাত্র-সঙ্ঘ। প্রতি সঙ্ঘে একজন নেতা প্রতিবৎসর নির্ব্বাচিত হইতেন। Dean, Rector, Feculty বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সকল পরিচিত করার জন্ম হইয়াছিল সেই কালে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় হাজার বৎসর আগে। পরীক্ষা পদ্ধতিও অনেকটা এখনকার কালের মত ছিল। উপাধি বিতরণে শ্রেণী বিভাগ যোগ্যতা অনুসারে হইত। ইটালির Salerno বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষ উন্নতি-লাভ করে এবং স্পেনে মুসলীম (Moorish) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মুসলীম ও খৃষ্টীয়, প্রাচ্য ও গ্রীসীয় সভ্যতার সংমিশ্রনে

এক সতেজ জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির জন্ম হয়। একজন বিখ্যাত আমেরিকাবাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন, এই সকল মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় আপনার পায়ের বেড়া আপনি ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতাপিপাসু মনের এবং প্রধানতঃ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সৃষ্টি করে। ইহাই নাকি Chivalryর নব অবদান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

য়ুরোপের তিনজন লোক-শিক্ষক

য়ুরোপে মধ্যযুগের অবসানের পর এবং রুশোর প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বে যে কয়েকজন লোক-শিক্ষকের অভ্যুদয় হয় তাহাদিগের মধ্যে মাত্র চারিজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের নাম ইলিয়ট, লুয়োলা, কোমেনিয়াস্ ও লক্। শিক্ষা-জগতে ইহাদিগের প্রত্যেকের দান অপরিমেয়; অথচ "সূত্রে মনিগণের" মত শিক্ষার ইতিহাসে ইহাদিগের গাঁথুনি প্রনিধানের বিষয়। এই পারম্পর্য্য অনুশীলন করিতে যাইয়া আমরা বিস্মিত হই,—কি ভাবে পুরাতনের মধ্যে নবীন এবং নবীনের মধ্যে পুরাতন প্রচ্ছন্ন আছে তাহা দেখিতে পাই।

১। ইলিয়ট

ইলিয়ট ইংরেজ। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। মিলটনের Trastate of Education ইহার অনেক পরে প্রচারিত হয়। ইলিয়টের গ্রন্থের নাম "Governor" অর্থাৎ তাঁহার আদর্শে গড়া শিক্ষার্থীকে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা শাসক করিতে চান। এই শাসকবর্গের শিক্ষক সেইজন্য ছাঁটাই বাছাই করিয়া কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য নূতনতর শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বালকগণকে সাত বৎসর বয়সে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া গৃহশিক্ষকের নিকট সমর্পণ করিতে হইত। ব্যাকরণের উপর

বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইত না; শিক্ষক তাহার ধাতু বুঝিয়া লেখাপড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করিতেন। ছেলের উপরে অত্যাচার না করিয়া তাহার প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা অথবা কাঠ পাথরের কাজ শিখাইতেন। প্রথমে গ্রীক, পরে ল্যাটিন তাহার পর ব্যাকরণ শিখিতে হইত। কেবল ভাষা শিক্ষার সহায়করূপেই ব্যাকরণের মূল্য অবধারিত ছিল। ঈশপের গল্পের পর হোমার ও ভার্জ্জিলের গল্প পড়িতে হইত। এই গল্প পড়িয়া পড়িয়া বালক প্রাচীন ভাষা শিখিত, ব্যাকরণের বাঁধন মানিত না। ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, ভূগোল ও ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন হইলে সে দর্শনের পৈঠায় দাঁড়াইতে পারিত। সে সময়ের দর্শন বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নামান্তর ছিল। আবার কুস্তী, দৌড়, সাঁতার, তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, হরিণ শিকার, কিছুই শিক্ষা তালিকার বাহিরে ছিল না। এক কথায় চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল। বালকদিগের নাচ শিক্ষা সম্বন্ধে ইলিয়ট উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

রাস্ক লিখিয়াছেন—

ইলিয়ট নৃত্যকলাকে বিচার শক্তির সহায়ক মনে করিতেন, তাঁহার মতে দেহ-লতার লীলা-ভঙ্গী মনের সৌষ্ঠব সাধন করে। ইলিয়টের ব্যবস্থার মধ্যে বর্ত্তমান যুগের আভাস পাই না কি?

২। লয়োলা—

লয়োলা খৃষ্টীয় "জেসুট্" দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঐ দলের নাম The Society of Jesus. উহার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সাধন হইলে, শিক্ষাদানই ঐ ধর্ম্মচর্য্যার মর্ম্মস্থল ছিল। ধর্ম্মগুরু পোপ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে এই সমাজের সমর্থন করেন। পর বৎসর লয়োলা তাঁহার নব-গঠিত সমাজের নিয়মাবলী রচনা করেন। ঐ নীতি-গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড পরিবর্দ্ধিত হইয়া ষোড়শ শতকের

শেষভাগে Ratio Stucliorum নামে নূতন কলেবর ধারণ করে। লয়োলার শিক্ষা-তন্ত্র ঐ খণ্ড গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট; ইহাতে শিক্ষা-সচিব, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও শিক্ষকের কর্ম্মপদ্ধতি এমন ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ের teaching এবং organisation যেন তিন শত বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষজ্ঞের দ্বারা স্কুল পরিদর্শন, প্রশ্নোত্তর সাহায্যে ছাত্রগণের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের অনুষ্ঠান, স্কুল এবং স্কুলের বাহিরে পাঠ্যতালিকার নির্দ্দেশ, পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনার অবসর প্রদান, প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ, দীর্ঘ ছুটীর পর ছাত্রগণের "প্রমোশন", কৃতী ছাত্রের যোগ্যতা অনুসারে স্থান প্রদান, অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি বিধান, এমন কি স্কুল হইতে বহিষ্করণ—এ সকল জিনিষই "জেস্যুট" দলের শিক্ষা সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক কথায় বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-ব্যাপারে প্রত্যেকটী খুঁটি নাটি ঐ তিনশ' বছরের পুরাতন পুঁথিতে খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। এমন কি ইতিহাস শিক্ষাদানের অতি আধুনিক নাটকীয় প্রণালীও "জেস্যুট" দিগের গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে। ইহা কি বিস্ময়ের বস্তু নহে?

৩। কোমেনিয়াস্—

কোমেনিয়াস্ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। তিনি তৎকালীন প্রাণহীন শিক্ষা প্রণালীর প্রতি বিরক্ত হইয়া যে "স্কীম" গঠন করেন, নিম্নে তাহার পাঁচটি সর্ত লিখিত হইল:—

(ক) সকলের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ।

(খ) শিক্ষাকে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান মূলক করা।

(গ) বুদ্ধি ও বয়স পরিণত হইবার পূর্ব্বেই শিক্ষা গ্রহণ।

(ঘ) শিক্ষার স্বাভাবিকতা; সর্ব্বপ্রকার রূঢ়তা ও অত্যাচার বর্জ্জন।

(ঙ) সকল প্রকার 'মেকি' অথবা অপচার হইতে শিক্ষা প্রণালীর মুক্তি।

কোমেনিয়াসের আরও দুইটী যুক্তি, যথা :—

(ক) শিক্ষাকে যথাসম্ভব প্রকৃতির অনুকূল করিতে হইবে।

(খ) প্রকৃতির নিয়মের অনুসরণে শিক্ষা ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে কুশিক্ষা ও অসংস্কৃত সমাজ অবশ্যম্ভাবী।

কোমেনিয়াস্ সেই কারণে মাতৃভাষাকে শীর্ষস্থান দিয়াছেন। বিদেশী ভাষা-শিক্ষার গোড়া পত্তন মাতৃ ভাষাশিক্ষায় না হইলে শিশুকে হাঁটিতে না দিয়া ঘোড়ায় চড়াইতে শিখানোর মত করা হইবে। তিন শত বৎসরের এই পুরাতন কথা আজও আমাদের কাছে নূতন নয় কি?

কোমেনিয়াসের আর একটী কথা অত্যন্ত মূল্যবান্। তিনি বলেন শিক্ষার্থীকে কেবল "গ্রন্থকীট" হইলে চলিবে না; কেবল অন্যের কথা মানিয়া লইলে চলিবে না। গ্রন্থের বাহিরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে হইবে। আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, লতা সকল দিক্ হইতে চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যের অনুকরণ-পরায়ণ হইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। তাঁহার এ কথাতেও বিংশ শতাব্দীর আলোর রেখা পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই।

566

E/24

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date
Accn. No.

সপ্তম অধ্যায়

লক্ ও রুশো

কোমেনিয়াসের পর শিক্ষা জগতে লক্ ও রুশোর নামোল্লেখ করিতে হয়। লক্ (১৬৩২—১৭০৪ খৃঃ) ইংলণ্ডে এবং (১৭১২—১৭৭৮ খৃঃ) ফ্রান্সে থাকিয়া য়ুরোপীয় শিক্ষাবিধানে যাহা দান করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহার নিরপেক্ষ বিচার করা যায়।

ঐ সময়ের ধারা বুঝিতে হইলে মধ্যযুগের পুরাতনী রুচি ভুলিয়া যাইতে হইবে। সমাজ জীবনে এক নব তৎপরতা এবং কর্ম্মজীবনের ঐক্য-সূত্র দেখিতে হইবে। শিক্ষালয় অপেক্ষা গৃহ-শিক্ষকের প্রাধান্য, দেশ ভ্রমণ, আভিজাত্য বোধ, অশ্বারোহণ, কায়িকশ্রম এইযুগে অধিক আদৃত হইত। ফরাসী লেখক মন্‌টেন্ ইহারও শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত ভদ্রলোকের কেবল ল্যাটিন ও গ্রীক শিখিলেই চলিবে না ; স্বদেশীয় ভাষা অধিগত করিতে হইবে। পরে লক্ লিখিলেন—"গৃহশিক্ষককে অনেক কাজই করিতে হইবে ; নীতি পরায়ণ ও দেশ কাল পাত্রজ্ঞ হইয়া সর্ব্বকালে সচেতন থাকিতে হইবে। গ্রন্থ ও অধ্যয়ন ব্যতীত আভিজাত্য-বর্দ্ধক বিবিধ ব্যবহার শিক্ষার্থীকে অভ্যাস করিতে হইবে।"

রুশো এবং পেস্‌টাল্‌টজির উপর লকের সবিশেষ প্রভাব ছিল ; অন্ততঃ সেই যুগের ইংলণ্ডের "পাব্‌লিক" এবং "গ্রামার" স্কুলে শিক্ষার্থীদিগের শরীর চর্চ্চা ও সমাজ সেবার দিক্‌টা লকের আদর্শ অনুসারে গঠিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সমাজে যাহাতে নীতি শিক্ষার "প্রসার হয়," তজ্জন্য তিনি গৃহশিক্ষকের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করেন। এই কর্ম্মপদ্ধতির মূলমন্ত্র শাসন ও শৃঙ্খলা। তাঁহার শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ তাঁহার দার্শনিক মতবাদের উপর রচিত। তিনি বলেন, মানুষ ধারণা লইয়া জন্মে না। অভিজ্ঞতা হইতেই বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। মানুষের

Date 9396

অর্থাৎ শিশুর মন একখণ্ড সাদা কাগজ বা সাদা মোমের মত ; উহাতে বহির্জ্জগতের যে দাগ পড়ে তাহাই তাহাকে সত্যের পথে লইয়া চলে। সুতরাং সময়মত মনের শিক্ষা আবশ্যক। বালক বয়সে যুক্তি প্রিয়তা শিখাও, যে মানুষ গড়িয়া উঠিবে, সে যুক্তি গামী হইবে। এই জন্য তাঁহার ধারণা ছিল, গণিত শাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গণিতে শিক্ষার্থীকে অঙ্কশাস্ত্রবিৎ না করুক, তাহার মনকে যুক্তি পথবাহী করিয়া তুলিবে। অর্থাৎ গণিত বিষয়ক বোধ অন্য বিষয়ে সম্প্রসারিত হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ মতকে মন গড়া বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু এককালে ইহার বিশেষ আদর ছিল। এখন পণ্ডিতদিগের মত এই যে, অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা কেবল একটীমাত্র বস্তুরই, অথবা মনের একটী বিশেষ দিকেরই বিকাশ হওয়া সম্ভব ; একের অধিক নহে।

অথচ লক্ নিজেই বলিয়াছেন,—শিশু ও বালক বালিকাদিগের অধিক গরম কাপড় চোপড়ের দরকার নাই ; শীতেও নহে, গ্রীষ্মেও নহে। কেননা, শিশুর জন্মের সময়ে তাহার মুখও সর্ব্বাঙ্গ একইরূপ কোমল থাকে, অথচ খোলা থাকিয়া থাকিয়া মুখ শীত সহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, গরম জলে পা ধুইয়া ফেলা, জুতা মোজা খুব সাদাসিদে করা, খালি মাথায় ও খালি পায়ে সারাদিন রৌদ্র ও বাতাসে বেড়ান—শিশুদিগকে শক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এমন কি, কঠোর কাঠের শয্যাই নাকি তিনি শিক্ষার্থীদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশে ইহাকে "অধ্যয়নং তপঃ" বা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার তুল্য বলিলে দোষ হইবে কি ? এবং এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, লক্ যে মানুষ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে মানুষ প্রকৃতির অনুগত থাকিয়া প্রকৃতি জয় করিতে শিখিত। রুশোর "এমিলি" এই জাতীয় শিক্ষার্থী। অতএব গরমিল কৈ ? তাই আধুনিক যুগের একজন শিক্ষা গুরু লক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—অর্থাৎ যাহা কিছু চিরাচরিত সংস্কার ও মিথ্যার ভারে দুর্ব্বহ, লক্ তাহারই বিনাশ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন ; তাঁহার "শাসন" প্রিয়তার মূলগত অর্থ অপর কিছু নহে।

ইহার পর রুশোর কথা। রুশো প্রথমে সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা ভাবিলেন; তাঁহার সমাজের ভূমিকায় নির্ব্বাধ স্বাধীনতা, শিশুর নগ্নদেহ ও মনের প্রতীক ছিল। তাঁহার রাষ্ট্র এমন একটী চুক্তি মূলক ব্যবস্থা যে তাহাতে সরলতাই প্রধান নিয়ামক। রুশো পরে একটী আদর্শ মানুষের কথা ভাবিলেন। তাহার শিক্ষা শৈশব হইতে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত মুক্তি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিবে আর সেই মানুষই তাহার কল্পিত রাষ্ট্রের মূলীভূত ব্যক্তি হইবে।

"এমিলি" সেই কল্পিত শিক্ষার্থী। "এমিলি" নামক গ্রন্থখানির সেইজন্য তিনি পাঁচ ভাগ করেন; প্রথম চারিখণ্ডে তাহার শৈশব, বাল্য, কৈশর ও যৌবন কি ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করেন। শেষ-খণ্ডে একটী নারীর শিক্ষার কথা তিনি বর্ণনা করেন। এই স্ত্রীলোকটীকে তিনি এমিলির গৃহিণীরূপে গড়িয়া তুলিবেন। অর্থাৎ সমাজ দেহের দক্ষিণ ও বাম উভয় অঙ্গের পুষ্টি ও সৌষ্ঠবে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই উভয়েরই জন্য শরীর, মন, মস্তিষ্ক এবং নীতিও তাঁহার শিক্ষা তালিকার বিষয়ীভূত ছিল।

প্রথমখণ্ডে আছে—

জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু পালন। শিশুকে তিনি নগরের কলুষিত আবেষ্টন হইতে সরাইয়া পল্লী গ্রামের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রকৃতির অঞ্চলে এবং মা'র কোলে গড়িয়া তুলিবেন। পোষাক পরিচ্ছদের বাঁধন তাহার থাকিবে না; প্রাণহানির বিশেষ আশঙ্কা না থাকিলে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইবে না শীতল, অতি শীতল, উষ্ণ, কবোষ্ণ সর্ব্বপ্রকার জলে তাহাকে ভাল করিয়া স্নান করাইয়া তাহার শরীর সর্ব্বংসহ করিয়া তুলিতে হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড—পাঁচ হইতে বার বৎসর বয়সের ব্যবস্থা; তখন শিশুর ইন্দ্রিয় বৃত্তি কেবল বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ সে তখন দেখিতে, ছুঁইতে, হস্তপদ সঞ্চালন করিতে শিখিয়াছে। সেইজন্য তখন তাহাকে ছোট খাট অথচ ঢিলে ঢালা জামা কাপড় পরিতে দিতে হইবে। মাথা খালি থাকিবে;

শরীরকে ঠাণ্ডা ও গরম সহ্য করিতে দিবে। ছেলে তখন সাঁতার দিতে, লাফ দিতে, পাহাড়ে উঠিতে শিখিবে। মস্তিষ্ক পরিচালনার জন্য তাহাকে কোন পুস্তক পড়িতে হইবে না। তাহাকে কেবল ঠেকিয়া শিখিবার সুযোগ দিবে। জানালার কবাট ভাঙ্গিলে অথবা গাছ পালা উপড়াইয়া ফেলিলে তাহাকে দরজা-ভাঙ্গা ঘরেই শুইতে এবং বার বার গাছ রোপন করিতে দিবে।

পরবর্ত্তী খণ্ডে—মস্তিষ্কের ব্যবহার ও জ্ঞান সঞ্চয়। পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই অবস্থার সীমা। বালক তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া প্রশ্ন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জিজ্ঞাসু হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইবে। সে বিভিন্ন ঋতুতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা কিছু আয়ত্ব করিবে। এক বনের ভিতরে পথ হারাইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে ভূগোল শিখিবে।

চতুর্থ খণ্ডে পনের হইতে কুড়ি—এই পাঁচ বৎসরের ব্যাপার। তখন যুবকের সংযম শিক্ষাই প্রধান কথা। যৌন বৃত্তির উন্মেষ এই সময়ে হয়। তাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এখন একদিকে যেমন তাহার সমবেদনাবোধ প্রসারিত করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই স্তুতিবাদ অমিতাচার ও ক্ষুদ্রতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

পঞ্চম খণ্ডে এই যুবকের জীবন সঙ্গিনীর শিক্ষা ব্যবস্থা। তাহাকেও শরীর সুস্থ রাখিয়া পুরুষের মনোরঞ্জনের যোগ্য করিতে হইবে; সেলাই করা, লেস্ গড়া, নাচ, গান করা শিখিতে হইবে। দর্শন বিজ্ঞান না শিখিলেও তাহাকে পুরুষের আচার ব্যবহার, মন ও মত বুঝিয়া লইতে হইবে; পুরুষের কাছে ও পুরুষের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা রুশো করেন নাই।

আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, লক্ যাহার ছক্ আঁকিয়াছিলেন, রুশো তাহাতে রং ফলাইয়াছেন। রুশোর পরই আমরা বর্ত্তমান যুগে আসি।

পেস্ট্যালটজি, হার্বার্ট, ফ্রোবেল, মন্টেসরি ইহাদিগের সকলেরই ভাবধারার উৎস ঐ একস্থানে।

দেহের পুষ্টির জন্য, রক্ষার জন্য আমরা নানাবিধ খাদ্য পানীয় গ্রহণ করি। যে গুলায় বেশী ভাইটামিন আছে, সে গুলাই পুষ্টিকর। এই ভাইটামিনের গুণ ধরিয়া প্রফেশর ড্রামণ্ড পুঞ্জিত-পিল বা বটিকা তৈয়ারী করিতেছেন—লজেঞ্জেসের মতো তার একটি দুটী পিল খাইলে ভূরি ভোজনের প্রয়োজন থাকিবে না। দেহের রক্ষা ও পুষ্টিকার্য্য সংসাধিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

জার্ম্মাণী

আজ সমগ্র পৃথিবীতে শিক্ষা বিস্তারের যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় শাসন অনিবার্য্য হইয়াছে। আধুনিকতম প্রণালী মতে শিক্ষার্থীর মাথা পিছু ব্যয় আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতার সঙ্গে সারবত্তার সহযোগ সহসা হয় নাই, ক্রমপরিণতিতে ঘটিয়াছে। এই পরিণতির প্রারম্ভ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীতে হয়। তখন ফ্রেডরিক উইলিয়ম প্রুসিয়ার শাসন কর্ত্তা।

রাজপরিবারের নির্দ্দিষ্ট টাকার অঙ্ক হইতে অনেক বাঁচাইয়া ফ্রেডরিক প্রায় ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং ঐ সকলে ছাত্রদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করিতে চেষ্টা করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্দ্দেশ দিলেন, শীতকালে সকলকে পড়িতে হইবে। গ্রীষ্মকালে সকলে প্রতিদিন না পড়িলেও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন স্কুলে আসিবে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন করিলেন, ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক প্রতি বালককে লেখাপড়া শিখিতে হইবে।

প্রথম ফ্রেডরিকের পুত্র "ফ্রেডরিক দি গ্রেট" মাধ্যমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি শাসন পদ্ধতিতে সংবদ্ধ হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিয়মাবলী, দ্রুত পঠন, দ্রুত লিখন, এ সকল শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করিতে হইত। অধিক বয়সের বালকদিগের জন্য রবিবারে রবিবারে পৃথক্ বন্দোবস্ত করা হইল। এ যেন বর্ত্তমান যুগের "বয়স্ক"দিগের শিক্ষার পূর্ব্বাভাস।

কিছুদিন পরেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। অনেক প্রাচীন-পন্থী শিক্ষক এই ব্যবস্থা রক্ষায় পারিয়া উঠিলেন না; অনেক কৃষক আপনাদিগের পুত্র-দিগের সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে বলিয়া হাঁক দিয়া উঠিল; জমিদার শ্রেণীও শঙ্কিত হইল, কি জানি "ছোটলোকেরা" চোখ ফুটিলে যদি বেয়াড়া হয়। তখনও শিক্ষা সচিবগণ পুরোহিত-গোষ্ঠী হইতে মনোনীত হইতেন। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্বিড লিজ (Zedlitz) শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে, জার্ম্মাণীর শিক্ষা-ব্যাপারে এক নব-জাগরণ সূচিত হইল।

ইহার পর দ্বিতীয় উইলিয়মের যুগ। তখন উনবিংশ শতাব্দী আগত প্রায়। জ্বিডলিজের সভাপতিত্বে এক "কেন্দ্রীস্কুলবোর্ড" স্থাপনের চেষ্টা চলিতে লাগিল, কিন্তু রাজার অসম্মতির জন্য উহা স্থগিত থাকিল। অথচ ব্যবস্থা হইল, তখন হইতে সকল স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে চলিবে এবং পরীক্ষাও পরিদর্শকের অধীন থাকিবে। শিক্ষক নিয়োগ রাষ্ট্রীয় বিভাগের অন্যতম কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল—শিক্ষকগণ 'ষ্টেটের' অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর দ্রুতগতিতে শিক্ষা সংস্কার চলিতে লাগিল, ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে Bureau of Education এবং ইহার দশ বৎসর পরে Ministry of Education গঠিত হইল, অর্থাৎ ন্যূনাধিক শত বৎরের মধ্যে প্রুসিয়ার শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল।

ইহার পর বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের যুগ। ততদিনে প্রুসিয়া জার্ম্মাণী হইয়াছে এবং বিসমার্ক তাহাকে বিশ্বের দরবারে উন্নত স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন।

নাজী শাসনের পূর্ব্ব হইতেই বহুদিন তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিয়াছিল। (১) "জিমন্যাসিয়াম"; ইহাতে ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি "ক্ল্যাসিক" বিষয়ের আলোচনাই অধিক। (২) "রিয়েল স্কুল"; উহাতে আধুনিক ভাষা ও বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা প্রধান অঙ্গ ছিল। (৩) "রিয়েল-জিমন্যাসিয়াম" উহাতে উভয় পদ্ধতির মিশ্রণ ছিল। সম্প্রতি বালকদিগের শিক্ষার জন্যও দুইরূপ বিদ্যাকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। তরুণীদিগের জন্য যে নবশিক্ষালয়, তাহার গালভরা নাম "Studienanenstalten" বা "Institution of learning." এগুলির বৈশিষ্ট্য যথারীতি পঠন পাঠনের পর প্রায় দুই বৎসর ছাত্রীদিগকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম, শিশুপালন এবং সমাজ-সেবা শিক্ষা দেওয়া হয়। তখনও ইহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। অনেকের তাহা প্রয়োজনও হয় না; কেননা, মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পরই ছাত্র বা ছাত্রী "গ্রাজুয়েট" হইতে পারে। মার্কিণ লেখক গ্রেভস্ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"নাজী শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ভার "রেক্টর" এবং "সিনেটের" উপর ছিল। অধ্যাপকদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন প্রথায় 'রেক্টর" নিযুক্ত হইতেন, ইহাতে শিক্ষা-মন্ত্রীর 'মঞ্জুরি' প্রয়োজন। আর 'সিনেট' কার্য্যনির্ব্বাহক সংসদ ছিল। বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। প্রতি বিভাগে একজন 'ডীন' (Dean) ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই আভ্যন্তরীণ স্ব-শাসন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সিনেট ও ডীন গণের সকল ক্ষমতা 'রেক্টরের' হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। আর রেক্টর তাঁহার সর্ব্ববিধ দায়িত্বের জন্য শিক্ষা-মন্ত্রীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছেন। এই ব্যবস্থার সরলার্থ এই, দেশের শিক্ষাভার ধর্ম্মযাজকগণের অধিকার হইতে অপসারিত করিয়া একের অধীনে আনা হইয়াছে। রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

নবম অধ্যায়

ফ্রান্স

সাধারণ-তন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সে শিক্ষার ইতিহাস একতন্ত্রমূলক। শিক্ষা-ব্যাপারে ফ্রান্স্ সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছিল, এখনও আছে। নেপোলিয়নের অধিনায়কত্বের বহু পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনে ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পূর্ণ প্রতিভার অন্তরালে "ইউনিভারসিটি অব ফ্রান্স" গঠিত হয়। তাঁহারই অনুশাসনে "একাডেমী" নামে ২৭টী শিক্ষা বিভাগ গড়িয়া উঠে। ইহাদের প্রত্যেকটীতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার সুব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এইভাবে কেন্দ্রানুগ করার চেষ্টা জার্ম্মাণীতে প্রথম হয়। তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে হয় ফ্রান্সে। শিক্ষা-মন্ত্রী গীজো (Guizot) যে জাতীয়তার ভিত্তিতে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দূরতম পল্লীগ্রামেও শিক্ষা-বিস্তার সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রণালী, পুং-স্ত্রী-ভেদে বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষকগণের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং অনেকগুলি নর্ম্ম্যাল স্কুল সংস্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফ্রান্সের শিক্ষায়তনগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীন করা হয়। এক একটী খণ্ড "ষ্টেট" বা বিভাগের অধীন না রাখিয়া সমগ্র ফ্রান্স্-দেশের শিক্ষা-ভার ন্যাশ্‌ন্যাল্ গভর্ণমণ্টে গ্রহণ করে। সর্ব্বোপরি ন্যাশ্‌ন্যাল্ বা জাতীয় শিক্ষা-মন্ত্রী, তদধীন সাতজন ডিরেক্টর ও ৫৮ জন ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন। ইহাদের পরামর্শদানের জন্য ৫৬ জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটী সমিতি আছে। তাঁহাদের হাতে কারিক্যুলাম্, পাঠ্যতালিকা-

নির্ব্বাচন, পরীক্ষা ও শাসনভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-মন্ত্রীর নিয়োগ প্রেসিডেণ্টের ও প্রিমিয়রের নির্দ্দেশ অনুসারে হইয়া থাকে। ১৯৩২ সালের আইনে ইহাও স্থির হইয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত "একাডেমী"র সংখ্যা হ্রাস করা হইবে, প্রতি 'একাডেমী'তে একটী বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে ও একজন করিয়া "রেক্টর" ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিবেন। নিম্ন-প্রাথমিক বিভাগ ছাড়া উচ্চতর সকল শিক্ষা-বিভাগে এই 'রেক্টর' প্রায় একশত সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টরের আনুকূল্যে সেই 'একাডেমী'র শিক্ষা-দান কার্য্য পরিচালন ও পরিদর্শন করিবেন। এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে প্রাথমিক শিক্ষা দান কার্য্য পরিদর্শনের জন্য, আমাদের দেশের মত, অনেকগুলি সব্‌-ইন্‌স্‌পেক্টরও আছেন। আমাদের নব-পরিচিত 'স্কুল-বোর্ড" গুলি ফ্রান্সে অনেকদিনের পুরাতন প্রতিষ্ঠান. সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যাপারে এই স্কুল-বোর্ড গুলির মূল্য নিতান্ত কম নহে।

প্রাথমিক শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছে। দুই হইতে ছয় বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য একপ্রকার বিদ্যালয়, আছে। ইহার পর—প্রাথমিক স্কুল; ছাত্র ছাত্রীর বয়স ১৩ হইতে ১৬ বৎসর। উপস্থিতি সর্ব্বক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। সহঃশিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র নাই। আমাদের দেশের সহ-শিক্ষার উদ্যোগিগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মাতৃ-সদনে শিক্ষার ব্যবস্থা বহুদিনের। গীজো ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। এখন হইতে ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে—দুগ্ধ-পোষ্যদের 'ষ্টেট্' হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা পাকা করা হয়। আধুনিকতম প্রথায় নানা চিত্তরঞ্জক উপাদান ব্যবহার করিয়া বিশেষ-শিক্ষিত শিক্ষয়িত্রীগণ এই সকল প্রাথমিক স্কুলে নিযুক্ত আছেন।

প্রাথমিক নর্ম্যাল্ স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী শিক্ষিত হইয়া যোগ্যতা লাভ করেন। আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, প্রতি বৎসর প্রারম্ভেই কতটী

শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী নর্ম্যাল-স্কুলে প্রবেশ করিবে তাহা স্থির হয়, কতটা লোক লইতে হইবে, সেই সংখ্যার উপর।

প্রবেশাধিকার পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হয়। তিন বৎসরের পাঠ্য তালিকায় সাধারণ ও বিশেষ, উভয় প্রকারের শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি দুই বৎসরের মধ্যে পাঠ্য-সূচী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে আরও নিয়ম করা হইতেছে, যদি কেহ যথারীতি শিক্ষকতা শিক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে কিছুকাল ট্রেনিং দিয়া সার্টিফিকেট্ দেওয়া হয়; একেবারে নিরাশ করা হয় না।

ফরাসী দেশটার ভাব-ধারা অনেকটা আমাদেরই দেশের মত। অবশ্য এ সব বর্ত্তমান নাৎসী-শাসনের পূর্ব্বেকার অবস্থা, নূতন পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমাদের আলোচ্য নহে। ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা অনেকাংশে আমাদের কলেজীয় শিক্ষার নামান্তর। ওখানকার Lycee College গুলি হইতে উত্তীর্ণ হইলে 'গ্র্যাজুয়েট' হওয়া যায়।

অনেকদিন হইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুই শাখায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চলিতেছে। ল্যাটিন ও গ্রীক ছাড়া বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে আধুনিক ভাষা শিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। সামরিক ও নৌ-বিদ্যা ঐ গ্র্যাজুয়েট কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কোন কোন স্থানে জার্ম্মাণ ভাবান্বিত করা হইতেছিল। 'লাইসী' বা 'কলেজে' এগার হইতে আঠার এই বয়সের বালক বা বালিকাগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। ইহার পর ইউনিভারসিটির উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠান। আমাদের দেশবাসী শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে ফরাসী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনুসারে এই কলেজীয় শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক। আমাদের নিকট যাহা স্বপ্ন, তাহাদের নিকট তাহা সত্য। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বেতন-বিহীন করার প্রথম চেষ্টা হয় ১৯০ খৃষ্টাব্দে, এবং ঐ চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে; আর আমাদের?

দশম অধ্যায়

ইংলণ্ড

ইংলণ্ডের আয়তন পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশী ; লোকসংখ্যা প্রায় চার কোটী। দেশ শাসনের সুবিধার জন্য দেশটীকে ৫০ 'কাউন্টি' এবং ৭৯ 'কাউন্টি ধারা'য় বিভক্ত করা হইয়াছে। লোক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু কিছু হইলেও স্কুল-গামী বালক বালিকা গত কুড়ি বৎসরে প্রায় একভাবেই আছে। বিলাত হইতে প্রচারিত এক তালিকা হইতে দেখা যায়, ১৪।১৫ বৎসরের স্কুল-গামী বালক বালিকা ঐ বয়সের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী ; ১৫।১৬ বৎসরের স্কুল-গামী বালক বালিকার সংখ্যা ঐ বয়সের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ; অথচ ১২।১৩ বৎসরের বালক বালিকার একটীও স্কুল-ছাড়া হয় না।

শিশু শিক্ষার বন্দোবস্ত বাদেও—স্কুল গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) পাবলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, (খ) মাধ্যমিক এবং অন্যবিধ সর্ব্ব-সময়-গ্রাসী শিক্ষায়তন ; (গ) অল্প-সময়-সাপেক্ষ আংশিক শিক্ষা বিধায়ক প্রতিষ্ঠান আবার সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত ও সাহায্য-বিহীন শিক্ষালয়গুলি ছাড়া দরিদ্রের স্কুল, কৃষি-বিদ্যালয়, হোম্-অফিস্ স্কুল এবং শ্রমিকদের জন্য স্কুল আছে।

ও দেশে একটি ছেলে বা মেয়ে স্কুল ছাড়িয়া দিলে শাসক বর্গের চিন্তার সীমা থাকে না। যাহারা কিছু কাজ পাইয়া স্কুল ছাড়ে, তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এ জন্য যত প্রকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব সরকার তাহার ত্রুটী করেন না। হাডো (Hadow) রিপোর্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই ১৪।১৫ বৎসরের বালক ও বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায়

স্কুল ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইতেছে ক না, সে সম্বন্ধে শিক্ষা মনীষিগণের মধ্যে অনেক গবেষণা সম্প্রতি চলিতেছে। ১৯১৯ সালে ১৪ বৎসরের নীচের বয়সের যাহারা লেখা পড়া ছাড়িয়াছে, অথচ কোন কাজ পায় নাই বা করে নাই, তাহাদের সংখ্যা ৩১ জনেরও অধিক। সরকারের বিধি ব্যবস্থার ফলে ১৯৩৩ সালে ঐ সংখ্যা শতকরা ১০·৬ জনে নামিয়াছে। এই ব্যতিক্রম অনেক কারণ-সমবায়ে ঘটিয়াছে। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। বিশেষজ্ঞগণ বিশ্লেষন করিয়া দেখিয়াছেন, উদগ্র সমাজতন্ত্র-বাদী দেশ সমূহের শিক্ষা ধারা ইংলণ্ডেও আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া সর্ব্ব-ব্যাপী অর্থসঙ্কট ত আছেই। ' ইংলণ্ডে শিক্ষার উদ্দেশ্য দিন দিন পরিবর্ত্তন-সহ হইতেছে এবং উহার সংরক্ষন-শীলতা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে।

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিষয়ক সংরক্ষণশীলতা ফ্রান্স হইতে পাওয়া জিনিষ; ইহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা বিস্তার দ্রুতগতিতে আরম্ভ হয়। শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন, পাঠ্য বিষয়ের বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্র কর্ত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন এবং পরিচালনের ভার এই শতাব্দীরই অবদান। খুব অল্প সংখ্যক ইংরেজ বালক বালিকা এই সময়ের পূর্ব্বে শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পাইত। নিম্ন শ্রেণীর আইরিশগণ কোন সুযোগই পাইত না। কেবল স্কটল্যাণ্ডে প্রতি প্যারিশ অর্থাৎ পল্লীতে জন্ নক্সের (John Knox) পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষাদান প্রথা বর্ত্তমান ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে "চার্চ্চ ন্যাশন্যাল সোসাইটী" এবং "বৃটীশ ও বিদেশীয় স্কুল সোসাইটী" নামক দুটী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দরিদ্রগণের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকারের আইন বলে অগ্রগামী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে 'ষ্টেট' হইতে সাহায্যদান আরব্ধ হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একটী শিক্ষা বিভাগ সরকারের কার্য্যাবলীর অঙ্গীভূত হয়।

কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরোধিতা ও জন সাধারনের কু-সংস্কার অথবা ঔদাসীন্যের ফলে ঐ শিক্ষা বিভাগ দুর্ব্বল ও অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Forster সাহেবের চেষ্টায় যে শিক্ষা-আইন পাশ হয়—তাহাই প্রকৃত পক্ষে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে প্রথম ও প্রধান স্থান পাইবার যোগ্য। -তখন হইতে সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা অসাধারণরূপে বাড়িয়া যায়, এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়। একটা জাতীয় পরিকল্পনা তখনই সুস্পষ্ট আকার ধারন করে। ইহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেশবাসী বুঝিতে পারিয়াছিল যে স্কুল কমিটিগুলির পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় বিধান এবং রাষ্ট্রীয় অধিনায়কত্ব থাকা চাই—ঘরে—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্রই আধুনিকত্বের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই। এই ভাবে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের প্রভাব প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে প্রসার লাভ করিতে করিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসিয়া পৌছিল। আর এইরূপে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীর তোরন দ্বারে উপস্থিত হইল। এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে ১৮৫৪ এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দুইটী "কমিশন" বসিয়া ইংলণ্ডের প্রধানতম বিশ্ব-বিদ্যালয় দুইটীকে (অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ) যুগোপযোগী করিয়া গঠন করিবার সুদীর্ঘ প্রত্যাশা ও কার্য্যসূচী দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষেও সুবিখ্যাত "এডুকেশনডেস্‌প্যাচ্" ভারতীয় শিক্ষা ধারায় পরিবর্ত্তন সূচিত করে ; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বৎসর ইংলণ্ডে নূতন শিক্ষা-আইন দেশের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটায় সেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দেই ভারতে কার্জ্জন সাহেব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (বিষয়ক) আইনের পরিকল্পনা না হইলেও কল্পনা করেন। এই দুই সুদূরবর্ত্তী দেশের সমান্তরাল গতি অনুধাবনের যোগ্য। ১৯০২ সালের আইন আলোচনার পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিধানে দ্বৈত কর্ত্তৃত্বের কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের চার্চ্চ গুলির হাতে ছিল শিক্ষার ষোল আনা ভার ; তারপর জন্মিল কতকগুলি স্কুল-বোর্ড , যাহাদের পরিচালনে চার্চ্চ গুলির

প্রাধান্য কমিয়া যায়, ১৯০২ সালের "ব্যালফোর আইনের" ফলে ঐ স্কুলবোর্ডগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে "কাউন্টি কাউন্সিল" এবং "কাউন্টি বরো কাউন্সিলে কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ হয়; অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত হয়। ১৬ বৎসর পরে স্কটল্যাণ্ডে প্রণালী অনুসৃত হওয়ায় উভয় দেশ এক পথেই ধাবমান হয়। অথচ ইংলণ্ডে শিক্ষা-বোর্ড ও স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষা বিভাগ একই বৃটিশ মণ্ডলীর শাসনাধী আনীত হয়। চার্চ্চ এবং ষ্টেটের এই দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ হীনবল হইয়া দেশের শুভ-সূচ করিতেছে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—যেখানে ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যতালিকা যাজক ও শাসকব বিরোধ সৃষ্টি করে না সেখানে উত্তম কার্য্য চলিতে থাকে। সম্প্রতি রোমান ক্যাথলিকগ স্থাপিত ও সংরক্ষিত স্কুল সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বিশেষজ্ঞগণ এক নূতন রক দ্বন্দ্ব আশঙ্কা করিতেছেন। রোমান ক্যাথলিক স্কুল ইংল্যাণ্ডের চার্চ্চ স্কুল হইলে স বিভিন্ন। ১৯৩৬ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্ন লিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

বর্ষ	কাউন্সিল স্কুল		চার্চ্চ স্কুল		রোমান ক্যাথলিক স্কুল		অন্যান্য স্কুল	
	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র
১৮৮০	৩৪৪৩	১০৮৫৮৮০	১১৪১৬	২০৭৯৫৭০	৭৫৮	২১৩৫৮০	২০০৭	৫১
১৯০০	৫৭৫৮	২৬৬২৬৬৯	১১৭৭৭	২৩০০১৫০	১০৪৫	৩১৬৭৬৯	১৫৩৭	৪২
১৯৩৪	১০০১৪	৩৮৫৯৭১০	৯২৬৮	১৩৩২৭১৭	১২১৫	৪০১৯৫২	৩৪৫	৪

১৯৩৪ এর অঙ্কে ক্যাথলিক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও চার্চ্চ স্কুলের সংখ্যা সুস্পষ্ট। ক্যাথলিক স্কুলগুলি নূতন করিয়া গণ শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষায় মন দি

তাই এই দিকে নব আকর্ষণ। চার্চ্চ স্কুল প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইংলণ্ডের প্রতিচ্ছায়া রূপে বহুদিন ছিল এখনও আছে। আজ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তারের হিড়িক, অথচ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিশপ বলিয়াছিলেন—'নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে তাহাদের জন্মগত অজ্ঞতার মধ্যে থাকিতে-দিলে গভর্ণমেণ্ট্ এবং দেশের ধর্ম্ম উভয়ই নিরাপদ থাকে।" আবার ইহারই ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট দলের একজন অগ্রণী বলিয়াছিলেন, "কলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনে—মানুষ মাত্রেরই শক্তি ও আবেষ্টনের অনুকূল শিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু প্রাথমিক জ্ঞান লাভে অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ে এবং প্রাথমিক গণিত শিক্ষায় ধনী ও দরিদ্র সকলেরই সমান অধিকার।"

এই উভয় প্রকার চিন্তা ধারার দ্বন্দ্ব হইতে নবীন ইংল্যাণ্ড কিরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার আলোক সত্যই চিত্তাকর্ষক।

ইংল্যাণ্ডের এই শিক্ষা বিষয়ক আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিশেষরূপে বিংশ শতাব্দীর দান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের বিধান অনুসারে সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসক সম্প্রদায়ের জন্য একরূপ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসিতগণের জন্য অন্যরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম দফায় পড়ে, প্রবেশিকা স্কুল, 'পাবলিক' স্কুল এবং অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় দফায় পড়ে প্রাথমিক স্কুল, নবগঠিত মাধ্যমিক স্কুল এবং নবতর আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের এবং সমাজ-বিপ্লবের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশবাসীর দাবী পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক অধিক হয় এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে প্রত্যেক দেশবাসীর মাধ্যমিক শিক্ষা-লাভে অধিকার আছে—এই দাবী গৃহীত হয়। এই দাবী মিটাইবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্যতামূলক অথচ অল্পসময়গ্রাসী শিক্ষায়তন গড়িয়া তোলেন। কিন্তু শ্রম জীবিগণের ও তাহাদের নেতৃগণের পূর্ণ সহায়তা না পাওয়ায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের একটী আইনের ফলহীন পরিণতি ঘটে। শ্রমিকগণ একযোগে বলিল, এই প্রকার

আংশিক শিক্ষা তাহারা চায় না। তাহারা চায়—বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা যদি বেশী বেশী চাকুরীর চাহিদা আনে, তবে ত বিড়ম্বনা! সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠে দেখিয়া হ্যাডো-কমিটি নামে একটী কমিটি বসে। উহার রিপোর্ট ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যাপারে এক নূতন সমাধান আবিষ্কার করে। সেই সমাধান এই যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পর নানাভাবে নানাজনের রুচি, অবস্থা ও ব্যবস্থাভেদে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। হ্যাডো রিপোর্টের প্রস্তাবিত সংস্কার বিধি অনুসারে এখনও ইংলণ্ডে অর্দ্ধেকের বেশী প্রাথমিক স্কুল পরিচালিত হইতেছে। এইভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে ষ্টেট্ পরিচালিত স্কুল এবং ষ্টেট্ সম্পর্ক বর্জ্জিত স্বাধীন স্কুলগুলির মধ্যে বিভেদ ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইবে। এই জন্যই ধীরে ধীরে প্রাচীন পন্থী "গ্রামার" স্কুলসমূহ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতেছে। প্রাথমিক স্কুলের বন্ধু ছাত্র-ছাত্রী এখন 'গ্রামার' স্কুলে পড়িতেছে। এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজে বিদ্যালাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতেছে।

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর কর্ম্ম ও ব্যবসায় শিক্ষার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর গতি কোন দিকে যাইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহত।

একাদশ অধ্যায়

আমেরিকা

আমেরিকা নূতন দেশ—তাহার সবই নূতন। হল-কর্ষণ এবং পতিত জমী লইয়া যে দেশের আরম্ভ, উন্নততম প্রণালীর কারখানা-শিল্প এবং নিবিড় গণতন্ত্রে তাহার পরিণতি। শিক্ষার ইতিহাসে আমেরিকার স্থান সেইজন্য জিজ্ঞাসুর নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক। আমেরিকাবাসী প্রকৃতিদত্ত বহু সুযোগ সম্মুখে পাইয়া জীবনের আস্বাদ নূতনরূপে পাইয়াছে। তাহার দৃঢ় ধারণা নব নব পন্থায় জীবন-ফুলের পাপড়িগুলি খোলা যায়, অদম্য উৎসাহ ও আবিষ্কার শক্তির নিকটে সকল সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া পড়ে; নূতনের সন্ধানী বলিয়া পুরাতনী বাধা ও পুরাতনী রীতিকে উপেক্ষা করিতেই সে শিখিয়াছে, ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, কেহ কেহ ভাবুকতার উষ্ণতায় উন্মনা, আবার কেহ কেহ জীবনটাকে প্রকাণ্ড পরীক্ষাগার মনে করিয়া গবেষণার আনন্দে মসগুল। চলাতেই আমেরিকাবাসীর আনন্দ, পশ্চাৎ দৃষ্টি করার প্রবৃত্তি অথবা সংস্কার তাহার নাই। ইউরোপের কত যুগের সাধনায় অর্জ্জিত Tradition আছে, আমেরিকায় তাহা নাই। সেইজন্য কোন কোন চিন্তাশীল মনীষী দুঃখ করিয়াছেন। মার্কিণ সমাজ মূলহীন বৃক্ষের ন্যায় রস-সম্পদহীন, সুতরাং শুষ্কতার সুনির্দ্ধারিত ভবিষ্যত জীবনের এই আদর্শ দিক হইতে বিচার করিলে আমেরিকার শিক্ষা বিধায়কদের বিভিন্নতার মধ্য হইতে একটী সূত্র ধরা যায়। তাহা এই, শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রত্যেক নরনারীর প্রাপ্য। ওয়াশিংটনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল নেতারই ঐ একদিকে লক্ষ্য। উহার উপকারিতা কেবল যে সমাজ ভোগ করে, তাহা নহে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে হইলে, সার্ব্বজনীন শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। গণতান্ত্রিক পরিবেশ এইরূপ শিক্ষা প্রচারের দ্বারা সম্ভবপর হয়।

বি-কেন্দ্রীকরণ

আমেরিকার 'ষ্টেট্'গুলি শিক্ষা গঠণে সম্পূর্ণ স্বাধীন, শিক্ষার বিধান ও তাহার পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে মহা জাতীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন :—"The history of education in 'The United States' has been the history of education of the public itself as the essential basis for legislative action. In this task individual citizens, societies, 'service' clubs, working men's associations, organised labour, political leaders and organisations have participated." প্রতি নাগরিক, সমাজ, সেবাশ্রম, শ্রমিক-সঙ্ঘ, প্রত্যেকটী নেতা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা মার্কিণ-মুলুকের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই বি-কেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে কতকগুলি জিনিষ প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয় ;— যথা, সাধারণ সম্মিলন, শিক্ষক ও অভিভাবকের নিয়মিত আলাপ-আলোচনা, স্কুলে বা কলেজে উন্নত প্রণালীর শিক্ষাদান প্রভৃতির আদর্শের অনুষ্ঠান, স্থানে স্থানে শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন, সংবাদ পত্রের ও সাময়িক পত্রের বহুল প্রচার, শিক্ষা সপ্তাহের বন্দোবস্ত এবং বহু-তথ্যসমন্বিত শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী বিজ্ঞপ্তি। ইহাদের একটীতেই "বুরোক্রেসি" বা আমলা-তন্ত্রের উৎকট উগ্রতা নেই—ইহাতে আছে জনসাধারণের সত্যিকারের শক্তি। ইহাতে আছে তাহাদের প্রদত্ত অর্থ এবং তাহার বিনিময়ে প্রশস্ততর শিক্ষার চাহিদা।

দুঃখের বিষয় এই, এতখানি স্বাধীনতার বহরেও শিক্ষকের স্থান ও প্রাধান্য আমেরিকায় খুব বেশী নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বৈসাদৃশ্যের কারণ তিনটী, (১) এতদিন ধরিয়া শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ একরূপ উপেক্ষিতই ছিল। (২) এতদিন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই নামান্তর ছিল বলিয়া প্রধান পরিচালক ছাড়া অপর কোন শিক্ষকের বিশেষ কোন অধিকার বা আধিপত্য ছিল না। (৩) নিম্নশ্রেণী-গুলিতে মেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে দেশে শিক্ষকশ্রেণীর সম্প্রদায়-গত দাবী বিশেষ পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায় নাই। অতি অল্প দিন হইল, মার্কিন দেশে শিক্ষকগণের স্বাধিকার অন্দোলন বলবৎ হইয়াছে। তথা শিক্ষাতন্ত্র বা শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই দেশেই মহামনীষীগণের মতবাদ প্রচারের অবসর হইয়াছে। ডিউই (Dewey), কিলপ্যাট্রিক্ (Kilpatrick), থর্ণডাইক (Thorndike) ও চাইল্ড্স্ (Childs) প্রমুখ শিক্ষার্থী আজ জগতের সর্ব্বত্র সম্মানিত। ইহাদের স্বাধীন চিন্তা নানাগ্রন্থে স্থান পাইয়া পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শিক্ষা জগতে ইহাদের গবেষণা মৌলিকতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত উন্নতশ্রেণীর।

ডিউই বলেন, জীবনের বা তাহার আদর্শের একটীমাত্র স্থির লক্ষ্য থাকিতে পারে না। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া মানুষ নূতন নূতন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহার সমাধান করিতে করিতেই জীবন সার্থক হয়। সুতরাং জীবনের শিক্ষারও একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্বর্ণোজ্জ্বল স্বর্গ-রাজ্য নাই; মানুষ নানা আবেষ্টনের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকে। তাঁহার মতে শিক্ষা-বিজ্ঞান জীবনযাত্রার সহায়ক ও নিয়ামক, ইহার অধিক

দান করিবার শক্তি শিক্ষা-বিজ্ঞানের নাই; ইহার অধিক দাবী করিলে তাহা উপহাসের যোগ্য হয়।

ডিউই-এর শিষ্য কিল্‌প্যাট্রিক গুরুর মন্তব্যের বহুবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনিশ্চয়তা, অসুবিধা এবং বাধা হইতে জন্মে অভাববোধ, আবশ্যকতা এবং প্রেরণা; সেই প্রেরণার বলে মানুষ অবস্থার আচ্ছাদন ছিন্ন করে। ইহাতেই উদ্ভূত হয় এক সৃজনী শক্তি, যাহার অপর নাম চিত্ত-শক্তি। এই মানন শক্তির পরিণতিতে পরীক্ষামূলক প্রণালী জন্মলাভ করে। এই পরীক্ষামূলক প্রণালী বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একমাত্র অবলম্বন। ইহাতে শিক্ষার্থী যে জ্ঞানলাভ করিবে, নির্দ্দিষ্ট পাঠের বাঁধা ধরা নিয়মে তাহা লাভ করিবে না। কিলপ্যাট্রিক বলেন, নূতন কোন অবস্থার আবেষ্টনে পড়িয়া শিক্ষার্থী প্রথমে একটা কিছু অভাব বোধ করে; সেই অভাব মোচনের চিন্তা দ্বারা অভাবের কারণ স্থির করে; তখন সে একটী আপাত মীমাংসায় উপনীত হয়; তাহার পর সেই সিদ্ধান্তের বা অনুমানের পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণ করে; এবং সর্ব্বশেষে সেই পরীক্ষিত বিষয়টীর পুনঃ পরীক্ষা নূতন অবস্থা চক্রে সংঘটিত করার চেষ্টা করে। এইরূপে তাহার জ্ঞানলাভ হয়, আর এইরূপে জীবনের দ্বারাই জীবন-স্বরূপ শিক্ষা অগ্রসর হয়। নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিলপ্যাট্রিক তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"The school must face facts as they are. With questioning so abroad in the world, eager youth will question too. This, then, is the demand upon us. A new situation in morals confronts. The old plan has broken down. It does not fit the fact of ever rapid change. A new procedure must be found, one that prepares for the unknown changing future. External authority gone, we must help our youth to find the only real authority that can command respect, the

internal authority of "how it works when tried." Authoritarianism in morals dies. A better morality must survive.

অর্থাৎ যুবককে নূতন পরিবেশের মধ্যে দেখিয়া তাহাকে সজাগ হইতে দিতে হইবে। তবেই তাহার জীবনে নৈতিক উন্নতির নব ব্যবস্থা বা নূতন অর্থ হইয়া পড়িবে। শিক্ষা-বীর ডিউই বলেন :—

"True individualism is the product of the relaxation of the grip of the authority of custom and traditions as standards of belief.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—প্রকৃত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় তখনই যখন চিরাচরিত প্রথা এবং সংস্কারের চাপ হইতে মানুষের মন মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তি স্নান মার্কিনবাসী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভালরূপেই করিয়াছে। বিংশ শতাব্দী জন মানবের নিকটে উহাই আমেরিকার নব অবস্থান।

আমেরিকার শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে এস্থলে কিছু আলোচনা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্কুল পরিদর্শনের আধুনিক প্রণালী পরিপুষ্ট হয়। প্রায় প্রতি ষ্টেটে একটী করিয়া শিক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করে। ওয়াটার ভিলিয়েট নামক স্থানে একটী বিশেষ গোলযোগের ফলে দেশবাসী বুঝিতে পারে যে শিক্ষা-ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব অবিসংবাদিত। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতিতেও আবর্ত্তন এবং বাধা কম ঘটে নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিসিগান অঞ্চলে দেশবাসীগণের মধ্যে এই বলিয়া আলোচনা হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়-ভার বহনে তাহাদের কোন গুরুতর দায়িত্ব নাই। 'কালামাঞ্জু' নামক স্থানে একজন গ্রামবাসী স্কুল-বোর্ডকে বাধা দিতে চেষ্টা করে এই বলিয়া যে, হাই স্কুলের জন্য ট্যাক্স আদায় করার ন্যায্য অধিকার স্কুল বোর্ডের নাই। আইন করার ফলে বিচারক টমাস কুলী সাহেব রায় দেন যে দেশবাসীর এরূপ বে-আইনী আবদারের কোন মূল্যই নাই। ইহার

পর হইতে অসাধারণ দ্রুতগতিতে হাই স্কুলের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সাড়ে সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া সভ্য জগৎকে বিস্মিত করিয়া দেয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্য এবং ক্রমোন্নতি একই সঙ্গে চলিতে থাকে। আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে সংখ্যা ছিল, পরে উহা দ্বিগুণিত হয়। কলাবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞানচর্চ্চা, ব্যবহার-শাস্ত্র, বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষা, সাংবাদিকগণের শিক্ষা এবং শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন উচ্চতর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। স্ত্রী জাতির শিক্ষা বিধানের জন্য আমেরিকা যে ভাবে অগ্রগতিশীল হয় তাহার বোধ হয় তুলনা নাই। পেস্টলিট্‌বি, ফ্রাবেলি এবং হারবার্টের চিন্তাধারা মার্কিনবাসীকে সমুৎসাহিত করার ফলে নব নব শিক্ষাব্রতী আবির্ভূত হন। তাঁহাদের আদর্শ এখনও পৃথিবীর বহু স্থানে পরীক্ষিত হইতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাশিয়া

(ক) রাশিয়া ছিল উভচর প্রাণীর মত দেশ; ইহার অর্দ্ধাংশ ছিল নব সভ্যতার স্থল-ভাগে, বাকী অর্দ্ধাংশ ছিল নগ্নতার, অর্থাৎ অর্দ্ধ সভ্যতার জলে। এশিয়া এবং ইউরোপের বহুদূর জুড়িয়া এই সুবিস্তৃত "জারীয়" সাম্রাজ্য রুশ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীগণের হুম্‌কিতে চলিত। "অর্দ্ধ-সভ্যতা" কথাটী ব্যাঙ্গোক্তি মাত্র, কেননা মধ্যযুগে আরবীয় রাষ্ট্র ও সভ্যতা রাশিয়ার এশিয়া খণ্ডে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু স্যারামেনিক শাসনের অবসানের পর অশিক্ষা ও দারিদ্র্য ঐ বিরাট প্রদেশে পক্ষ বিস্তার করে। ককেসাস্ পর্ব্বতের উভয় দিকে অর্থাৎ আইজারবাইজান্, জর্জ্জিয়া, ইউক্রেন্ এবং তুর্কীস্থানে পুনরায় দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা প্রভাব বিস্তার করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে এই দুরবস্থা চরমে পৌছায়। তারপর বিগত ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের ইউরোপীয় মহাসমরের সন্ধিক্ষণে সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হয়। তখন হইতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োগ-কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিরাট শক্তির প্রস্তুতি চলিতে থাকে।

বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার আয়তন ৮,১৭৬০০০ বর্গমাইল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :—

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE * BAMIPUR

প্রাথমিক শিক্ষালয়—	১,৬৪,০৮১
ফ্যাক্টরী স্কুল —	১,৭৯৭
টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল —	২,৫৭২
শ্রমিক শিক্ষালয় —	৭১৬
মাধ্যমিক শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়—	৫৯৫
	১,৬৯,৭৬১

নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯৩৯ পর্য্যন্ত —	৯,৬৯৩
গবেষণা কেন্দ্র —	৭৯৬
মোট—	১৮০,২৪৮

ঐ খৃষ্টাব্দে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার লক্ষ, বিগত কুড়ি বৎসরে রাশিয়ার প্রাক্-বিদ্যালয় ব্যবস্থা ইউরোপের সকল দেশকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। শিশু মাত্রই রাষ্ট্রের প্রধান সম্পদ্, এবং সেইজন্য শিশুদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির অনুগত মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করা হইয়াছে নানা কেন্দ্রে।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের মতে—"সোভিয়েট রাশিয়া আজব দেশ নয়, পৃথিবীর নূতন যুগের অঙ্কুস্থল।" তিনি লিখিয়াছেন, "তার শক্তি

উঠছে জনগণ থেকে, এবং মানুষের প্রতি কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে নূতন শক্তির উদ্বোধন করছে। এই সামাজিক সম্প্রসারণেরই হ'ল সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির যথার্থ প্রতিবেশ।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বপরিক্রমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন—রাশিয়ার মানব পরীক্ষাগার পরিদর্শনে, "শিশু ভোলানাথে"র রচয়িতা এই শিশু-মহামেলার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন।

(খ) ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর শান্তিকালে রাশিয়া শিক্ষা সংস্কারে কতদূর অগ্রসর হইতে চায়, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে প্রদত্ত রাশিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক ষ্ট্যালিনের নির্ব্বাচন-কালীন বক্তৃতা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন,—"যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-সংস্কারের সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কাজ হইবে বিজ্ঞান ও পূর্ত্ত-বিভাগে বিশেষজ্ঞের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা। আর এই বিশেষ শিক্ষা দিতে হইলে বিশিষ্ট প্রকারের মাধ্যমিক টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১,২০,০০০ এঞ্জিনিয়ার এবং ৩,৪৭,০০০ স্থপতি ও শিল্পজ্ঞকে ডিগ্রী দিতে হইবে। ৪৭,০০০ ব্যক্তিকে উচ্চতর এবং ১,৯৮,০০০ ব্যক্তিকে মাধ্যমিক কৃষিশিক্ষা দিতে হইবে; ৯৮,০০০ ডাক্তার এবং ২,৮৪,০০০ মাধ্যমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে।

"সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের অগ্রগতির অপর একটী উপায় বিজ্ঞানের উন্নতি। ৬০,০০০,০০০ টন ইস্পাত খনি হইতে তুলিতে হইবে প্রতি বৎসর। খনিজ সম্পৎ বৃদ্ধি করিয়া উহা হইতে শিল্প সম্ভার উৎপন্ন করিতে হইবে রুশীয় এবং বিদেশীয় নূতনতম প্রণালীতে। তৈল এবং কয়লার খনির আধুনিকতম ব্যবহার করিতে হইবে। শস্য-উৎপাদন, বস্ত্রবয়ন এবং পশু-পালন ও তৎসঙ্গীয় শিক্ষার উৎকৃষ্ট বিধান করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ষ্টেলিনের বক্তৃতার

সারমর্ম্ম এই, উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সহযোগিতা রক্ষা করিতে হইবে। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্কুল সমূহে রাখিতে হইবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং পূর্ত্তকার্য্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে।" (The Soviet Union now aims to advance to the first place in the world in culture, science and engineering.)

(গ) সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষকদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পূর্ব্ব সহযোগিতা এবং বন্ধুভাব তাহাদিগকে দিনের পর দিন সমৃদ্ধির দিকে আগাইয়া লইতেছে। ইহাতে শাসন ব্যাপার সহজ ও শৃঙ্খলিত হইতে থাকে। ভিয়ানা লিভিন্ নামক একজন মহিলা শিক্ষক তাঁহার "Children in Soviet Russia" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;

"এখানকার শিল্প ব্যবস্থাপকরা কাউকে "প্রবলেম চাইল্ড্" বলে মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শিশুকেই তার পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সহানুভূতি মূলক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে শোধরান যায় ; (শ্রীঅনিল কুমার সিংহের অনুবাদ)

প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতায় লাল নিশান পাওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সঙ্ঘ বিষয়ক জ্ঞান যেমন ছাত্র ছাত্রীদের নিকট হইতে অবশ্য প্রাপ্য, তেমনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর ছাত্রসমাজে জন-প্রিয়তা তাঁহাদের উন্নতি অবনতির পরিমাপক।

স্কুল পরিচালনা, পরীক্ষা গ্রহণ, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষা, পিতামাতার দায়িত্ব, স্কুলের বাহিরের কাজকর্ম্ম, (Extra curricular activity), অর্থাৎ "ক্যাম্প্" গঠন ও প্রফুল্লতাময় জীবনযাত্রা, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, "নারী দিবস পালন, নিরক্ষরতা নিবারণ প্রভৃতি ব্যাপারে সর্ব্বত্র গণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করা হয়।

দুষ্ট ছেলেমেয়েদের সংশোধন সম্পর্কে মিস্ লেভিন্ লিখিয়াছেন,—

"এখানে প্রত্যেক পুলিশথানায় হারানো বা দুরন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বিশেষ ঘর আছে। যেসব 'মিলিশিয়াম্যান্'দের, শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তারাই এই ঘরের পরিদর্শক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার গুরুত্বের দিক থেকে তাদের দাম অসামান্য নয়; একজন পুলিশ কর্ম্মচারী (মিলিশিয়াম্যান) মিস্ লেভিন্‌কে বলিয়াছিলেন;—

"যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত কিছু তৈরী করতে পারবো, যখন বাপ-মারা পুরোপুরী শিক্ষিত হবে, যখন শিশু পালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, গ্রন্থাগার, শিশুরঙ্গালয়, সবুজমাঠ, খেলা করিবার উঠোন, সমস্ত কিছু অপরিমিত ভাবে পাবো, তখন এইসব সমস্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করুন এবং তার মধ্যে যদি যুদ্ধ না বাধে তাহলে আমরা সমস্ত কিছু গড়ে তুলবো যা একদিন ভাববাদীদের কাছে স্বপ্ন বলে পরিচিত ছিল। আমরা শিশুদের জন্য স্বর্গ গড়ে তুলবো এই সোভিয়েট দেশে।"

রাশিয়ার পুলিশের মুখে এই কথা, আর আমাদের শিক্ষানায়কদের সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারার কথা একসঙ্গে চিন্তা করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি উজ্জ্বলতম চিত্র আমাদের মানসনেত্রে প্রতিফলিত হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চীন ও জাপান

জাপানের আধুনিকত্ব আরম্ভ হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। চীনের নব-জাগরণ সুরু হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। চীন ও জাপান, উভয় দেশের লোক মঙ্গোলীয় জাতির। উহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা একরূপ। চীন প্রাচীনতর, এই মাত্র প্রভেদ। চীনে বহু যুগ-বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ, মুস্‌লীম ও খৃষ্টান ধর্ম্মপ্লাবনে সেখানকার অধিবাসিগণের মনের মাটিতে পলি পড়িয়াছে—নানাকালে। চীনে সেইজন্য homogeneity বা একাত্মবোধ নাই। দেশ ও অতি বড়, মহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্য অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন সেইজন্যই সেখানে গৃহবিবাদ সুদীর্ঘকালের জন্য বাসা বাঁধিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে দক্ষিণ চীন আধুনিকতার সজীব স্পর্শ লাভ করে। ইয়াংসি নদীর কূলে কূলে বাণিজ্য-বিস্তার, নগর-নির্ম্মাণ, খৃষ্টীয় প্রভাব, শিক্ষা-সম্প্রসারণ—এক শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়া উঠে। অবশ্য প্রাচীন পিকিন বা বর্ত্তমান পিপিং পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং প্রতিষ্ঠ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ চীনে সভ্যতার দুস্তর প্রাচীর কালে কালে উন্নীত হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনে যে মহাসমর চলে—তাহাতে চীনের বিশ্ব-রাষ্ট্রে স্থান পাইবার যোগ্যতা নির্ণীত হয়। চিয়াং-কাইসাক্ এই সময়ের মধ্যে স্বাধীন চীনের অধিনায়ক হন। কিন্তু চীনাদের জাগরণ-যজ্ঞের হোতা ছিলেন সান্-ইয়াট্‌সেন্। তাঁহাকেই চীন-রাষ্ট্র-গুরু নিঃসন্দেহে বলা চলে।

চীনাদের শিক্ষায়তন সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে চীনাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা উচিত। জনবল এই দেশের অসাধারণ। চীনারা গাছে চড়িয়া, নৌকায় থাকিয়া, ঘর সংসার করে। ইহাতে ইহাদের দৃক্‌পাত নাই। ইহারা খুব কর্ম্মঠ। ইহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রখর। পূর্ব্ব-পুরুষদের

পূজা ইহাদের প্রকৃতিগত। সম্ভবতঃ এই জন্যই ইহারা এখনও টিকিয়া আছে। কৃষি অপেক্ষা শিল্পের দিকে ইহাদের ঝোঁক বেশী। সেইজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইভাবে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সম্প্রতি একজন ভারত হইতে প্রেরিত ইংরাজ রাজদূত মিঃ সি, এইচ. লো (C. H. Lowe) একখানি সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"An increasing number of young men and women are going into technical and vocational education instead of pursuing the liberal arts."

চীন রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাইসাক্ তাঁহার লিখিত "China's Destiny" নামক গ্রন্থে চীনের যুবশক্তিকে আহ্বান করিয়াছেন—ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া বিবিধ বিজ্ঞান-বিষয়ক কর্ম্মে প্রবেশ করিতে। তিনি চান, চীনের যুবক-যুবতীগণ উড়োজাহাজের মিস্ত্রী ও চালক, এঞ্জিনীয়ার, রাষ্ট্র-কর্ম্মচারী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সীমান্ত অঞ্চলের গঠনকর্ত্তা হন। তাঁহার বিশ্বাস, দেশের পুনর্গঠনের ব্যাপারে এই শ্রেণীর লোকই প্রধান দায়িত্ব ও গুরুভার বহন করিবার যোগ্য।

চীন দেশ যে শিক্ষার জন্য পাগল তাহা একজন বিশেষজ্ঞের নিম্নস্থ উক্তি হইতে বুঝা যায়—

"It is a great misfortune that China was stopped short in her march toward democracy by the cruel hand of Japan. However, the Government has not been disappointed and has repeatedly promised to institute the democratic form of Government one year after the war. It has also set about feverishly educating and organizing the people in order to prepare them for a real democracy."

ইহার মর্ম্মার্থ এই, চীনদেশ গণতন্ত্রের দিকে অগ্রগতিশীল হইতেছিল, এমন সময়ে জাপানের নিষ্ঠুর আঘাত আসিয়া পড়ে। চীন-শাসকগণ

তাহাতে একটুও বিচলিত হন নাই; তাঁহারা জ্বরের উত্তাপ ও উত্তেজনার মত প্রবল প্রচেষ্টার সহিত চীন-অধিবাসিগণের শিক্ষা বিস্তারে এবং গণ-তন্ত্রপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

এসিয়া খণ্ডে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় প্রীতি-সংস্থাপনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে—চীন তাহাতে পশ্চাৎপদ নহে। সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সাধনে চীন অত্যন্ত দ্রুতগামী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষা তাহার গৃহ-সংস্কারের প্রথম এবং প্রধান কর্ম্ম-সূচী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাপান উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের মধ্যেই তাহার ঘর সাম্‌লাইয়া লইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রথম হইতেই সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠে। প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার খোলসটি পাশ্চাত্য, কিন্তু অভ্যন্তর সুপ্রাচীন জাতীয়তা বোধ-পুষ্ট এবং সনাতন। এখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য শিক্ষার আদর্শ নহে,—এখানকার আদর্শ একটি কঠোর সমাজ-যন্ত্র, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা অনুসারে ঐ যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়।

এই যান্ত্রিক নিয়মানুগতি প্রাচীন স্পার্টাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানকার কোন উচ্চতর বিদ্যালয়ের একজন ইউরোপীয় শিক্ষক তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার পর লিখিয়াছেন, ঐখানকার হাজার ছেলের স্কুল-গৃহে কোন হল্লা বা হৈ-চৈ নাই, ঘণ্টা বাজিলে শিক্ষক-বদ্‌লীর সময়ে হট্টগোল নাই, ব্যায়ামাগারে বা বাগানে কোন শব্দ নাই, খেলার মাঠে উল্লাস-ধ্বনি বা অযথা চেঁচামেচি নাই। ফুটবলের দুপ্‌-দাপ শব্দ, রেফারীর বাঁশীর শব্দ—এই মাত্র; অথচ দর্শক অগণিত। বহু পর্য্যটক জাপানীদের এই শৃঙ্খলা-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছে।

উক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক (Lafadico Hearn) আরও যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল ঃ—

"পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার্থী শিশুগণ যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, জাপানী শিশু তদপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা পায়। মোটের উপর বলা

যায়, শিশুকে যা খুসী করিতে দেওয়া হয়। অবশ্য এইটুকু সতর্কতা করা হয়, যে কোন শিশু তাহার আচরণে তাহার নিজের বা অন্যের কোন ক্ষতি না করে। তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, কিন্তু তাহার স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তিকে দমন করা হয় না; শাসন করা হয়, অথচ তিরস্কার করা হয় না, এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই করিতে দেওয়া হয় না। * * বিশেষ আবশ্যক হইলে শাস্তি-বিধান করা হয়। জাপানীদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে অপরাধী শিশুর সমস্ত পরিজনকে, এমন কি বাড়ীর চাকর-বাকরকেও সম্মুখে আনা হয়। সেই বাড়ীর অন্য শিশুরা—ভাই বা বোন্—শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়। উচ্চকণ্ঠে বা উষ্মার সহিত কোন শিশুর প্রতি বাক্য-বাণ নিক্ষিপ্ত হয় না। জাপান দেশে যদি কেহ কোন শিশুকে চপেটাঘাত করে, তবে তাহা আঘাতকারীর হেয়তা এবং অজ্ঞতা প্রমাণিত করে।"

জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যবস্থা এই, সেখানে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা অনেকাংশে ছাত্রগণের মতানুসারে বিবেচিত হয়।

অথচ এই জাপান—অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই—এই অনন্যসাধারণ অগ্রগতি প্রদর্শন করিয়াছে। ডায়ার (Dyer) সাহেব তাঁহার সুবিখ্যত "Dai Nippon" নামক গ্রন্থে জাপানের গ্রন্থ-গত এবং শিল্প-গত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—রেনেসাঁস বা নব-জাগরণ পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শেই ঘটিয়াছে, কিন্তু জাপানীরা তাহাদের ঐতিহ্য এবং চিরানুচরিত সংস্কারকে বর্জ্জন করে নাই—ভারতবর্ষের মত, প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশের প্রথম ইংরেজী-নবিশদের মত পাশ্চাত্য-মদিরায় মত্ত হইয়া যায় নাই। তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার সারাংশটুকুই গ্রহণ করিয়াছে, আত্মহারা হয় নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভারতবর্ষ

(ক) ভারতের শিক্ষা

ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে বহু কথা হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া এখন হইতেছে। বিষয়টি যেন এতই সহজ যে, সকলেই উহা নাড়া-চাড়া করিয়া একটু না একটু নূতন কথা বলিয়া খুসী হন। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহার অনেক খস্‌ড়া হইতেছে ও হইবে। দেশ যখন জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন এটা স্বাভাবিক যে, দেশের ছোট বড় সকলেরই মনে শিক্ষা সমস্যার নানা দিক্ নানা আকারে দেখা দিবে। অন্ন-সংস্থান অর্থনীতি, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি খোসার আবরণে শিক্ষার গোড়ার কথাটি অনেক সময়ে হারাইয়া ফেলি। আমরা সেই গোড়ার কথাটির খোঁজ করিব।

শিক্ষা কি? মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের সহিত উহার সম্পর্ক কি? শুধু রাষ্ট্রীয় বা গূঢ়তর মাহাত্ম্য কিছু আছে? আপনার স্বভাবে আপনার বিবর্ত্তন, ব্যবহারিক বস্তুতন্ত্রতা, উচ্চতর লক্ষ্যের অনুধাবন—এই তিন দিক্ হইতে শিক্ষা সমস্যার দর্শন বিচারসহ কি না? শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান কতখানি? ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে বা শিক্ষার প্রকৃতিতে এই জিজ্ঞাসাগুলির সার্থকতা কত দূর? আমরা প্রশ্নগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপের একজন আধুনিক লেখক (এইচ্, এইচ, হর্ণ) শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন :—

"মানুষের আত্মিক উন্নতির তিনটি পথ। মানুষের মনের গঠনের জন্যই ঐরূপ বিভাগ। জাতির ধারা যত দূর যায়, মানুষের আত্ম-প্রসারও ততদূর

হয়। জাতীয় ধারার সহিত শিক্ষা একসূত্রে গ্রথিত। আবার, জাতি ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। ব্যক্তি অথবা জাতির সক্রিয় মনের তিনটি স্তর—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি। সত্য, সুন্দর এবং শিবের ইহাতেই প্রতিষ্ঠান। শিশুকে এই তিনটি পথ ধরাইয়া দেওয়ার নামই শিক্ষাদান।"

সক্রেটিস্, প্লেটো ও য়্যারিষ্টট্‌ল্ শিক্ষার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে কাণ্ট্ ও ফ্রোবেল তাহারই নব-প্রবর্ত্তন ঘোষণা করেন। ফলকথা, দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের মনীষীগণ শিক্ষাকে দাঁড় করাইয়াছেন। নিঃশ্রেয়স্ক লাভের জন্য দর্শন। দর্শন তত্ত্ব-বিচারের নামান্তর। শিক্ষা তত্ত্ব-বিচার-মূলে জীবনের লক্ষ্য-নির্ণয় ও কর্ম্মানুসরণ।

সুতরাং শিক্ষা মানব-জীবনের সারাৎসার পদার্থ। আজ সেই জন্যই পুং-স্ত্রী ও জাতিভেদ না মানিয়া সকলেরই শিক্ষা ব্যবস্থা করা হইতেছে। অথচ প্লেটো "আর্টিজান" অর্থাৎ হাতের বা হাতিয়ারের কাজ যাহারা করে—তাহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, যেমন প্রাচীন হিন্দুযুগে শূদ্রের অথবা ব্রাহ্মণেতরের অনেক বিষয়ে অনধিকার ছিল। যাহা হউক সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুভূতি ও নৈষ্ঠিক সাধনই শিক্ষা। ভারতবর্ষের আদর্শও তাই। এখানে পূর্ব-পশ্চিমের সুন্দর মিলন দেখি। সত্য-নিষ্ঠা ভারতীয় শিক্ষার আদি কথা। জাবালির কথায় রামচন্দ্র বলেন,—"ভূতগণের প্রতি অনুকম্পাপ্রধান রাজকার্য্য সনাতন। রাজ্য পরিচালন সেইজন্যই সত্যাত্মক। ঋষি ও দেবগণ সত্যকে একমাত্র বস্তু বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ জগতে সত্য-পরায়ণ ব্যক্তি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করে। অসত্যবাদীকে সকলে সাপের মত ভয় করে। সত্যপর ধর্ম্ম (আচরণ) সকল বস্তুর সার। সত্যই ঈশ্বর। ধর্ম্ম সত্যেই সদাশ্রিত। সত্য অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বস্তু আর নাই।" তখন শ্রীরামের নিকট বনবাস অপেক্ষা রাজ্যভার গ্রহণ অধিক লাভের জিনিষ—এই কথাই বলা হইতেছিল। শ্রীরামের কোন্ শিক্ষা

হইয়াছিল? মহাত্মা গান্ধীর "সত্যাগ্রহ" নূতন যুগে পুরাতন শিক্ষার পুনর্জ্জীবন নয় কি?

বর্ত্তমান ইউরোপের কোন কোন পণ্ডিত আদর্শবাদী নহেন। একদল বলেন, নীতি কিছু নহে, শিশুকাল হইতে আমাদের কাগজগুলির ফল প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া। সেইগুলির সঞ্চয়ের নাম অভিজ্ঞতা। এই সঞ্চয় হইতে ভবিষ্যতে সতর্কতা। আবার কেহ বলেন, জন্মগত সংস্কারের ক্রম-বিকাশই জীবন; ভিন্ন আবেষ্টনে পড়িয়া উহা ভিন্ন আকার ধারণ করে। একটা কুকুরের যে অনুভূতি তাহা পৃথক হয় না। জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে বৈজ্ঞানিকভাবে এই বিচার। এই তত্ত্বের অনুসরণে যে শিক্ষা-প্রণালী গড়া হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যতালিকায় ভারাক্রান্ত না করিয়া তাহাকে আপনার ভাবে—আপনার বেগে—চলিতে দেওয়া হয়। এখানে শিক্ষকের কাজ নূতন নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন। সর্ব্বোন্নত অবস্থার দিকে মানুষকে ঠেলিয়া লইয়া গেলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। শিক্ষা-সচিবগণের কাজ তাহাই।

আর একদল কাজ দিয়া শিক্ষার মূল্য বিচার করেন। অধ্যাপক জেম্‌স্ এই আদর্শের নাম দেন প্রাগম্যটিজম্—কর্ম্ম বা অভ্যাস-বাদ। ইংরেজি "practical" কথাটি হইতে উক্ত কথার ব্যুৎপত্তি। তাঁহার কথা এই, আমরা যে কোন কথাই ভাবি না কেন উহার কতখানি আচরণ যোগ্য, তাহা দিয়া সেই চিন্তার মূল্য নির্দ্ধারণ হয়। অতএব কর্ম্মই আসল কথা। আমাদের কর্ম্মের উচ্চ-নীচ স্তরভেদ দ্বারা আমাদের চিন্তার বিশুদ্ধি বা আবিলতার বিচার করিব। এই কর্ম্মধারা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে উপস্থত হয়। জেম্‌স্ স্বীকার করেন, তাঁহার এই মতবাদ নূতন নহে—সক্রেটিস্, প্লেটো, লক্, বার্কলে এবং হিউম্ পূর্ব্বে একই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কেবল নূতন করিয়া এই শিক্ষার ব্যাপকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

জার্মান পণ্ডিত "শীলার" বলিয়াছিলেন,—"কর্ম্মের গোড়ার কথা যুক্তি বা প্রজ্ঞা। যে যুক্তি উদ্দেশ্য-বিহীন, জীবনে তাহার মূল্য নাই। উহা প্রকৃতির

নির্ম্মম পেষণে বিলীন হইবে নিশ্চয়।" অর্থাৎ প্রজ্ঞামূলক কর্ম্ম যে আদর্শকে চায় উহার পূর্ণরূপ এখনও কেহ জানে না। মানুষ মিলিয়া মিশিয়া এই আদর্শের পিছনে গিয়া নবতর দুনিয়া গড়িয়া তোলে।

আর একদল পণ্ডিত ষোল-আনা আদর্শবাদী। ইহাদের মতে—প্রকৃত মানব-জীবন মানুষেরই সৃষ্টি; জীবনের পূর্ণতা-সম্পাদন মানুষের নিজের প্রধান শক্তি। প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উহা হইতে সার সংগ্রহ করে। মানুষের বিশ্বাস, প্রকৃতি এইভাবে তাহার চিন্তার সহায়ক হইয়া তাহার ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন করে। এই শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পরিণত হয়।

এই প্রতিষ্ঠায় জন্য মুক্তি বা স্বাধীনতা আবশ্যক। এই অফুন্ত মুক্তি-সংগ্রাম আধুনিক যুগের মানুষের বিজয়-গৌরব। এই সংগ্রাম হইতে যে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, তাহা বিভেদ-বুদ্ধির বিনাশক—তাহা সমগ্র জগতের ইচ্ছাশক্তির সারাংশ-ভূত। শিক্ষা এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের নামান্তর মাত্র। সুতরাং ভারতীয় আদর্শ হইতে এই চিন্তাধারাকে খুব বেশী তফাৎ বলা যায় না। অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ভারতীয় কথা, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আদর্শ প্রকারে ভিন্ন নহে, প্রকাশেই যা-কিছু ভিন্নতা।

ইউরোপ ও ভারতে শিক্ষা কি, বুঝিতে চেষ্টা করা গেল। বুঝা গেল যে, মানব-জীবনের, তথা বিশ্বের দার্শনিক ভিত্তির উপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত। দর্শন-ব্যতিরেকে শিক্ষা অর্থহীন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধানও হইয়া গিয়াছে। সমাজের আনুকূল্য ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ হয় না। সমাজ অথবা রাষ্ট্র প্রগতি-শীল। উহা মানুষকে আপন বেগে গড়িয়া পিটিয়া তোলে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দুইটি স্পষ্ট যুগ-রেখা দেখা যায়। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বে আবেগ, পুলক, সৃষ্টি, প্রকৃতি-জয়, আত্ম-রতি খণ্ডশঃ ভারতের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। তখনও

তপোবনের সংস্থিত জীবন-কেন্দ্রগুলি গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রশক্তি তখনও প্রতিযোগিতা পরায়ণ হয় নাই। সুতরাং রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা সত্যসত্যই সফল হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে যখন 'কুরুক্ষেত্র' বাধিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর ভারত শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যে ধ্বনিত হইল। আবার সেই সত্য-বাণী ভীষ্ম-মুখে শুনিতে পাই—

সাধুদের মধ্যে সত্য সনাতন ধর্ম্ম। সত্য নমস্য। উহা পরমা গতি। সত্যই ধর্ম্ম, তপঃ, যোগ ও ব্রহ্ম। সত্যই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, ও সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যত্ব, ধৃতি, দয়া এবং অহিংসা-সত্যের এই ত্রয়োদশ রূপ।

আবার শ্রীকৃষ্ণ-মুখে জানিলাম—ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য, আত্মিক-বল, সংখ্যা-যোগের অপার্থক্য, মহাভারতীয় বিশ্ব-বাণী। একদিকে কুরুক্ষেত্র মহাসমর, অন্যদিকে ভারতীয় দর্শন-গুলির উদ্ভব এবং শ্রীকৃষ্ণ-মুখে তাহাদের সমন্বয়। এই সমন্বিত জীবন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ।

প্রাচীন গুরুকুলের এই আদর্শ কালক্রমে ক্ষীণায়তন হইলে বৌদ্ধযুগে এক নব-জাগরণ আরম্ভ হইল। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অধিকারী-ভেদ বিনষ্ট হইল। যে নূতন ভাব-স্রোত বহিল, তাহাকে কর্ম্ম-স্রোত বলা চলে। বুদ্ধের নিরীশ্বর-বাদের মত কঠিন বস্তু কেবল মুষ্টিমেয় লোকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে এক নব-প্রেরণা আসিল। অ-মানুষ মানুষ হইল; শিল্প, কলা, ব্যবসায়, ক্ষাত্রবীর্য্যেও, বিশেষতঃ পতিতের উদ্ধারে—দেশ-প্রাণে জোয়ার বহিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি সম্ভবপর হইল। একের নিভৃত সাধনা ও শিক্ষার স্থলে দশের সমবায় ও শিক্ষার দশদিকে প্রসার হইল। এক কথায়, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উহা একটি নব-যুগ (রেনেসাঁস্)।

ভারতে মুসলীম সভ্যতার সংঘাত আর একটি অভিনব জিনিষ। বৌদ্ধ-যুগের অবসানের পর হইতে ভারত শিক্ষা ও রাষ্ট্র-ব্যাপারে খণ্ডিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারত তখনও উত্তর-ভারতীয় ভাব, ভাষা ও কর্ম্ম-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন

ছিল। এই খণ্ডিত অবস্থা স্বয়ং পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল সচল থাকিত কি না বলা যায় না। মুস্‌লীম সভ্যতাই প্রথমে এক হিসাবে একাধিকার অথবা একাত্ম-বোধ আনিল। অবশ্য "নেশন্" বলিতে যাহা বুঝি তাহা ইংরেজের শাসন-ফল, কিন্তু বিজ্ঞানের বাহাদুরি তাহাতে কম নহে।

ইংরেজী আমল হিসাবে বাদ দিলেও ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসেই তাহার প্রকৃতি পরিচয় হয়। এই শিক্ষার গূঢ়তর মাহাত্ম্য ধর্ম্মাববোধে মানুষ-গঠন। এই ধর্ম্ম শুধু আচরণ নহে, একেবারে আধ্যাত্ম-রস-নিষিক্ত স্থিতপ্রজ্ঞতা। কর্ম্ম এই ধর্ম্মের বহিরঙ্গ-মাত্র।

আজ আমরা কর্ম্মকে বড় করিয়া ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। ইহা অশ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া অশ্বযানকে সামনে দেওয়ার মত। এই বৈসাদৃশ্য দূর না হইলে আমাদের নব জাতীয়-জীবনে দীক্ষা বিফলতা-বিড়ম্বিত হইবে। ভারতবর্ষই এই জাগরিত সমস্যা সমাধানের প্রকৃত ক্ষেত্র। জাতীয় অগ্রগতির নায়কগণ এদিকে অবহিত হউন।

আমরা যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিব, তাহার স্বরূপ কি হইবে? এখনও নাম লইয়া মারামারি করিতেছি - ইহা কি শুভ চিহ্ন? এই "মহামানবের সাগর-তীরে" বহু ধর্ম্ম পাশাপাশি চলিয়াছে বহুদিন; অথচ এখন যদি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান - এ তিনের পৃথক্ ধর্ম্ম-পন্থা অনুসরণ করিয়া পৃথক্ শিক্ষা-নীতি গঠন করিতে যাই, তাহা হইলে সেই পার্থক্য আমাদের জাতীয় অনিষ্টের কারণ হইবে; সেইজন্য আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য ও শিক্ষাচার্য্যগণের নিকট এই শুভ মুহূর্ত্তে এই আবেদন হওয়া উচিত যে, সকল ধর্ম্মের মূলীভূত বিশ্বাস ও আচারগুলির মধ্যে সমন্ব বিচার করিয়া এক নবতম ভারতীয় ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠুক্। ঈশ্বর, মানব, সমাজধর্ম্ম, জীবপ্রেম প্রভৃতি বিষয় সকল ধর্ম্মের সার সত্য এক। অনেক মনীষী তাহা দেখাইয়াছেন ও অদ্যাবধি দেখাইতেছেন। এই সত্যের উপর শিক্ষার ইমারৎ গড়িতে হইবে। তবেই ভারতীয় শিক্ষা-স্থাপত্যের নিদর্শন জগতে রাখিয়া যাইতে পারিব।

(খ) ভারতে ইংরেজী শিক্ষা

ভারতের ইংরেজি শিক্ষার আমদানী হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল, আমরা তাহাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) ইংরেজদের আগমন সময় হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। (২) ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫। (৩) ১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪। (৪) ১৮৫৪ হইতে ১৯০৪। (৫) ১৯০৪ হইতে ১৯১৮। (৬) ১৯১৮ হইতে ১৯৩০। ১৯৩০-এ সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়ার অর্থ এই যে এই সালে বাংলা দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইন পাশ হয়। এই আইন বাংলার জেলায় জেলায় এখনও জের টানিতেছে, সম্পূর্ণ বঙ্গে সম্পূর্ণতা-লাভ করিতে করিতে মহাযুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা-বিলাসিগণ যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহার আলোচনা লইয়া বিতর্ক-সভা সরগরম করিবার সময় যথেষ্ট পড়িয়া আছে; সুতরাং উপরের লিখিত যুগ-বিভাগ-গুলির কিছু কিছু আলোচনা নিম্নে করা হইল।

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী আদৌ ছিলেন না। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন; বে-সরকারী ইংরেজ ধর্ম্মযাজকগণ সর্ব্বপ্রথমে এই দিকে মনোযোগ দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে "কেরী" সাহেব এবং আরও কয়েকজনের উদ্যোগে কয়েকটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট্ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ-দিগকে ভারতবাসীগণের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য করিয়া একটি আইন প্রণয়ন করেন।

(২) নিয়মিতরূপে ইংরেজ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং মহাত্মা হেয়ার সাহেব। ইহাদের প্রচেষ্টায় ইংরেজ ও ভারতীয়দের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয় এবং পাশ্চাত্য প্রথা

অনুসারে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব গোঁড়া পাদ্রী ছিলেন না, সেইজন্য অন্যান্য মিশনরী সাহেব তাঁহার "Secubar training" বা ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত শিক্ষা-দান ব্যবস্থা অপছন্দ করিয়া পূর্ণ উদ্যমে মিশনরী কলেজ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আবার মোড় ঘুরিয়া যায় এবং ডাফ্ সাহেব (Grant Duff) বর্ত্তমান স্কটিশ্ চার্চ কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার নিকটে প্রচার-কার্য্য ছিল গৌণ, শিক্ষাদান ছিল মুখ্য। ইংরেজ সরকার এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রানুশীলনে ব্যয় করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মিশনরী সাহেবের দলও ঐরূপ মনোবৃত্তি পোষণের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল।

(৩) ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ ঘটে সর্ব্বপ্রথমে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের বলে। ইতিমধ্যেই "পাব্লিক্ ইন্ষ্ট্রাক্শন কমিটি" স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৫ সালে মেকলে সাহেব ঐ কমিটির চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত মন্তব্যে ইহা স্থির হয় যে তখন হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভারতবাসীগণকে শিখান হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সরকার হইতে ব্যয় করা হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন-স্বরূপ গ্রহণ—এই দুইটি হইল গভর্ণমেণ্টের নূতন নীতি। ঠিক্ ঐ বৎসরে ভারতের বিচারালয় সমূহে ফারসী ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন হয় এবং অনতিকাল পরে, ইংরেজি-শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে ভাল ভাল সরকারী চাকুরী পাওয়া যাইবে, সরকার এইরূপ বিজ্ঞপ্তি দেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই :——

"In every possible case a preference should be given in the selection of candidates for public employment to those who have

been educated in the institutions of Government or other institutions and have distinguished themselves."

প্রাথমিক শিক্ষা এবং দেশীয় ভাষায় জ্ঞান পড়িয়া রহিল ; ইংরেজি ভাষার নব উন্মাদনায় মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষা পূরাদমে চলিতে লাগিল। ভারত সরকার মনে করিলেন, জল যেরূপ মাটিতে চোয়ায়, ইংরেজি শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের মনোভাবও তেমন সাধারণ দেশবাসীর মনে চোয়াইয়া নূতন রস সৃষ্টি করিবে। ফলে বহু ইংরেজি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

(৪) স্যাড্‌লার কমিশন রিপোর্টে পাই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ নূতন করিয়া দেওয়ার সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট্ সর্ব্বপ্রথম আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ভারতীয়গণের শিক্ষা-ব্যাপারে মনোযোগ দেন এবং তথ্যানুসন্ধান করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব কণ্টোলের সভাপতি স্যার চার্ল্‌স্ উড সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত বিবৃতি প্রকাশ করেন ; উহাকে বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় শিক্ষার প্রধান দলীল বলা যাইতে পারে। উহাতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, ইংরেজি জ্ঞান চোয়াইয়া নীচে নামিবে, সে ভরসায় থাকিলে চলিবে না ; ভারতীয়গণের নিজস্ব ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং উহার দিকেই নজর দিতে হইবে—বেশী। ইহার পর হইতে প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া সরকারী শিক্ষা-বিভাগ খোলা হয় এবং কোন কোন স্কুলে আংশিক সরকারী সাহায্যের প্রচলন হয়।

ভারত সরকারের তখন ইচ্ছা হইয়াছিল, যদি এই ভাবে বেসরকারী চেষ্টায় অধিক স্কুল পরিচালিত হয় আর সরকার যদি অর্থ-সাহায্য করিয়াই দায়িত্ব মিটাইতে পারে প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু করিতে হইবে না। কলিকাতা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ব্বেরই মত অনাদৃত রহিয়া গেল।

ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ভারতের বড়লাট লর্ড রিপণ একটি শিক্ষা-কমিশন বসাইলেন ; ঐ কমিশন সিদ্ধান্ত করিলেন যে কেবল

প্রাইমারী বিভাগেই গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দায়িত্ব থাকা উচিত এবং অর্থ-ব্যয়ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, ইহারও ত্রিশ বৎসর পরে প্রাথমিক শিক্ষা সারা ভারত জুড়িয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাহামনস্বী গোখেল বড়লাট সভায় বক্তৃতায় বলেন, ১৯০৩ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে (আমেরিকার অধিকারে) শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দুই হইতে পাচে উঠিয়াছে, আর ভারতে উঠিয়াছে ১৬ হইতে ১·৯ পর্য্যন্ত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকারের দরদ কত।

(৫) ১৯০৪ হইতে আরম্ভ করিয়া গত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্কুল ও কলেজের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল; বে-সরকারী সবই। এই শিক্ষার ফলে দেশবাসী নিজেদের দুর্গত অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিল। দেশীয় রাজ্য-সমূহেও এই আত্ম-প্রত্যয়ের সাড়া পাওয়া গেল। লর্ড কার্জ্জন তখন একটি কমিশন বসাইলেন। এই কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ইউনিভারসিটি আইন গঠিত হইল। নিয়ম হইল, প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্ সভায় শতকরা ৮০ জন সভ্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণর সেই প্রদেশের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বা পুরোধা হইবেন। স্কুল সমূহের আইন অত্যন্ত কড়া হইল; সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে স্কুল বেতনের হার নিম্নতম হইতে হইবে, স্থির হইল। ফ্রী এবং অর্দ্ধ-ফ্রী ছাত্র-সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, যদিও এমন স্কুল বহু ছিল যেখানে ছাত্রগণ অবাধ অর্থ-সাহায্য বা বহু সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারিত। এই নব-বিকশিত শিক্ষা-প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল। উড্ সাহেবের উদার মত-বাদ মাত্র শুভ ইচ্ছায় পর্য্যবসিত হইল।

বলা বাহুল্য এই সরকারী নীতির ঘোরতর প্রতিবাদ চারিদিকে আরম্ভ হইল। সেনেট্-সভাগুলির কেন্দ্রীয়তা এবং সরকারী মনোভাব

কার্জ্জন-গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়-অনুযায়ী হইল। প্রাথমিক বিদ্যালয়-স্থাপন প্রস্তাব পদে পদে প্রতিহত হইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট কখনও বলিলেন, "এখনও সময় হয় নাই ;" কখনও আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন, প্রয়োজনীয় অর্থ কুলাইয়া উঠিবে না। আবার সময়ে সময়ে এ-কথাও জানাইতে লজ্জা বোধ করিলেন না যে দেশের সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এই ভয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণেও গর্‌-রাজী। অথচ এ-কথা অবিসংবাদিত যে ইতিমধ্যেই কোন কোন দেশীয়রাজ্যে [যেমন,—বরোদা, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ] প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক ও বেতন-বিহীন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

(৬) ইহার পর ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের মনুমেণ্ট্ স্বরূপ স্যাড্‌লার কমিশনারে ভারতভ্রমণ ও সুদীর্ঘ রিপোর্ট। তখন ইউরোপের রাজনৈতিক গগনে ঘনঘটা। স্থিতধী ভারতবাসীর জন্য শিক্ষার উপরের ধাপে অনেক নূতন মর্ম্মর-প্রস্তর সংযোজিত হইল। বঙ্গদেশে দুই, যুক্তপ্রদেশ পাঁচ, বিহার এক—এইভাবে নানা মূর্ত্তির বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ইমারত গড়িয়া উঠিল। ইউরোপের যুদ্ধ থামিয়া গেল ; অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল। "গোলাম-খানা"গুলিকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য কলরোল উঠিল। তখন কর্ত্তৃপক্ষ নানা কারণে ভোট-সংগ্রহ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া প্রাথলিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইন পাশ হইল। একজন বিশেষজ্ঞের মত এই, সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট্ শাহ্‌জাহনের আমলে ভারতের শিক্ষিতের হার যাহা ছিল, ভারতে এখনও তাহা হয় নাই, অথচ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এখন আমরা 'সার্জ্জেণ্ট' রিপোর্টের কি ভবিষ্যৎ দাঁড়ায় তাহাই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।

(গ) ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার প্রধানতঃ জেলা বোর্ড, অথবা মিউনিসিপ্যালিটির উপর ন্যস্ত। জেলা বোর্ড ছাড়িয়া দিয়াছেন উহাদিগকে স্কুল বোর্ডের শাসনাধীনে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। গত পঁচিশ বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ কতকগুলি আইন গঠিত হইয়াছে। উহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা শিক্ষাকর আদায় করিতে পারেন। তাঁহারা স্কুল পরিচালন, শিক্ষক-নিয়োগ এবং পাঠ্য-তালিকা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সাহায্যও করেন। স্কুলসমূহের শতকরা ৬০ এরও অধিক বে সরকারী। ১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় সমগ্র বৃটিশ ভারতের সাত লক্ষ পল্লীগ্রামের মধ্যে মাত্র পনর হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমানে প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা এই, কুড়ি হাজার লোক পিছু মাত্র একটি প্রাথমিক স্কুল ; এই স্কুলের ছাত্রগণের অধিকাংশই উচ্চবর্ণের এবং মধ্যবিত্ত ভদ্র-গৃহস্থের সন্তানগণ, নিম্নশ্রেণীর লোকের সন্তান-সন্ততির জন্য নহে।" বেথুন-সোসাইটির এক মাসিক অধিবেশনে বক্তৃতাকালেও দে-মহাশয় ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি ন্যূনকল্পে শতবৎসরে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি ?—সাত লক্ষে পোনের হাজার !

যাহা হউক্, ১৯১৯ এর ভারত শাসন সংস্কারের পর হইতে নানাকারণে প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইন অনেক প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও অনেক গলদ আছে। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা স্থানীয়

কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন ; কর-নির্দ্ধারণও ইচ্ছাধীন। [illegible] বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সহসা শিক্ষা-কর বসাইতে রাজী হয় না, কেননা [illegible] কর স্থাপন করিতে গেলে নির্ব্বাচনকালে ভোট না-ও পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং শিক্ষার প্রসারও তদ্রূপ ঘটে !

কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট বৎসরে (১৯৩৬-৩৭ সালে) বৃটিশ ভারতের সর্ব্ববিধ শিক্ষার ব্যয় হয় ২৮ কোটি টাকা ; তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। ইহার মধ্যে সাত কোটি টাকা ছেলেদের এবং মাত্র দেড় কোটি টাকা মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। আর এই টাকার ব্যয়-বরাদ্দ মাথা-পিছু মাত্র তিন আনা। অগ্রগামী দেশসমূহের তুলনায় এই অঙ্ক যে কত উপহাসাস্পদ—তাহা সহজেই অনুমেয় !

আমাদের বালক-বালিকাগণ প্রাথমিক শিক্ষায় কিরূপ লাভবান হয়—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত নিম্নলিখিত তালিকা এবং তাঁহার মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৯৩৬-৩৭এর ১½ কোটি স্কুলগামী বালক-বালিকার মধ্যে ৫১·৯ লক্ষ ১ম শ্রেণীতে, ২৩·১ লক্ষ ২য় শ্রেণীতে, ১৭·২ লক্ষ ৩য় শ্রেণীতে, ১২·১ লক্ষ ৪র্থ শ্রেণীতে এবং কেবল ৭ লক্ষ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছিল। ইহাদের শতকরা হিসাব এই—

শ্রেণী—	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
শতকরা হিসাব—	১০০	৪৫	৩৩	২৩	১৩

ইহা হইতে বুঝা যায়, কি ভাবে ইহারা পড়াশুনা ছাড়িয়া দেয়। প্রথম শ্রেণীর পর হইতেই বহু বালক-বালিকা লেখাপড়া ছাড়ে। প্রথম শ্রেণীর অর্দ্ধকের বেশী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না ; সুতরাং মধ্যপথেই পরিত্যাগ ! ইহাদের সময় এবং শক্তির অসাধারণ অপচয় ঘটে।

বসু মহাশয় বলেন, ইহাদের শিক্ষা-ব্যয়ের শতকরা আশী ভাগ নিতান্তই ধনক্ষয়। বিশেষ শিক্ষা-বিহীন শিক্ষক, শৃঙ্খলা-বিহীন ভর্ত্তি ও স্বেচ্ছাধীন উপস্থিতি, স্থান এবং আসবাবের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচী এবং সর্ব্বোপরে দেশবাসীর দুঃসহ দারিদ্র্য—আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতি হইতে দেশকে টানিয়া তুলিতে হইলে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের অক্ষুণ্ণ অধিকার—এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী কর্ম্ম-পদ্ধতির অনুসরণ। আমরা বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার পরিচয় পাইয়াছি। একটি ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা, যাহার মূলে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। অপরটি সরকারী পরিকল্পনা,—যাহার অন্য নাম "সার্জেণ্ট-স্কীম্"। আমরা এতদুভয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিব।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনাকে শিক্ষায় "গোড়া-পত্তন" বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতা-মূলক করা। ৪।৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে শিক্ষাকালকে সাত বৎসরে পরিণত করা, হাতের এবং হাতিয়ারের কাজের মধ্য দিয়া, মাতৃভাষার আশ্রয়ে, শিশু-মনকে স্বচ্ছন্দভাবে পুষ্ট হইতে দেওয়া এবং সম্ভব হইলে ইংরেজি ভাষা বাদে অপর সকল বিষয়ে শিক্ষার্থিগণকে প্রবেশিকাশ্রেণীর সমতুল্য করিয়া তোলা—এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সমাজ, স্বদেশ এবং বহির্জগতের গতিবিধির প্রতি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার মনে সুকুমার বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ যাহাতে হয়, এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নীতি তাহাই। শিশুকে, হস্তশিল্পকে এবং শিক্ষককে কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষাদান অগ্রসর হইবে। ইউরোপ-আমেরিকায় অনেক দিন হইতে শিক্ষা-ব্যাপারে শিশুকে মুখস্থ-বিদ্যার যন্ত্র না করিয়া—তাহাকে অনেক বড় করিয়া, অর্থাৎ সুপ্ত মানব শক্তির আধার মনে করিয়া—শিক্ষকগণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনায় নূতনত্ব নাই। কিন্তু গান্ধীজী বুঝিয়াছেন, পতিত ভারতের পক্ষে উহা নূতন জিনিস হইবে।

Craft বা হস্তশিল্পের প্রাধান্য সম্বন্ধে সমালোচ্য কয়েকটি কথা আছে। শিল্পের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত নহে। কেবল চরকা ছাড়াও অন্যান্য চারু বা কারুশিল্পের অত্যাবশ্যকতা পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শিল্পশিক্ষা শিক্ষার্থীর কোমল মতিকে রূঢ়তার এবং রিক্ততার দিকে যেন না লইয়া যায়। শিশুদের হাতেগড়া জিনিসের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা শিক্ষার ব্যয় ভার নির্ব্বাহ অনেকের মতে অসম্ভব এবং আপত্তিজনক।—আর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা—উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ। এই জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণকে নিম্নোক্ত বিষয়টি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে :—

"Here education starts as an active process of integration of knowledge and it proceeds further and further through greater and wider integration. Further, knowledge attained through activity is practical and applied knowledge. Such knowledge is easily transferred from school situations to life situations."

একটা কাজকে সূত্র করিয়া শিশুর মনে নানা জিজ্ঞাসা আসিবে, শিক্ষক সেগুলির সমাধান করিবেন; সেই সমাধানের দ্বারা তাহার ছিন্ন, খণ্ডিত অভিজ্ঞতা গ্রন্থিবদ্ধ হইবে এবং স্কুলের আওতা ছাড়িয়া যখন শিক্ষার্থী জীবন সমস্যার সম্মুখীন হইবে, তখন সে ভয় পাইবে না বা পিছাইয়া যাইবে না। তাহার প্রস্তুতি পরিপূর্ণ হইবে—সুযোগ্য শিক্ষকের সৌষ্ঠবময় এবং সমবেদনা পূর্ণ সাহচর্য্যে। কিন্তু এইরূপ শিক্ষক কোথায়? ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার নায়কগণ বলেন, ভারতের প্রতি প্রদেশে এই শ্রেণীর শিক্ষক গড়িয়া তুলিতে হইবে—যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহের অধিকাংশ স্থলে এই প্রকারের "গুরু-ট্রেনিং"-কার্য্য আরম্ভ হয়; কিন্তু বৎসরকালের মধ্যেই কংগ্রেস-শাসন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহা স্থগিত থাকে।

প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয় নাই। এই পরিকল্পনার প্রভাব দেশবাসীর মনে পরিব্যাপ্ত হয়। অনেকে ইহার স্বপক্ষে, আবার অনেকে বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা সংবাদপত্রাদিতে করিতে লাগিলেন। ঠিক ঐ পদ্ধতিতে না হইলেও—ঐ প্রকারের কিছু একটা পরিবর্ত্তন দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, একথা দেশের চিন্তা-নায়কগণ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং সরকারও নীরব থাকিতে পারিলেন না ; "সার্জ্জেণ্ট" সাহেবের উপর urgent তাগিদ পড়িল। ১৯৩৯এ আরম্ভ হইয়া ১৯৪৪এ তাঁহার রিপোর্ট বাহির হইল।

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপন্থা নিম্নে বিবৃত হইল।

" (a) A system of universal, compulsory and free education for boys and girls between the ages of six and fourteen should be introduced as speedily as possible though in view of the practical difficulty of recruiting the requisite supply of trained teachers, it may not be possible to complete it in less than forty years.

(b) The character of the instruction to be provided should follow the general lines laid down in the reports of the Central Advisory Board's two Committees, on Basic Education.

(c) The Senior Basic Shool, being the finishing school for the great majority of the future citizens, is of fundamental importance and should be generously staffed and equipped.

(d) All education depends on the teacher. The present status and remuneration of teachers, and specially those in primary schools, are deplorable. The standards in regard to the training, recruitment and conditions of service of teachers prescribed in the report of the Committee approved by the

Central Advisory Board in 1943 represent the minimum compatible with the success of a national system; these should be adopted and enforced everywhere.

(e) A vast increase in the number of trained women teachers will be required.

(f) The total estimated annual cost of the proposals contained in the chapter when in full operation is Rs. 200 crores approximately."

ইহার বঙ্গানুবাদ এই :—

"(ক) ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের প্রতি বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব করিতে হইবে; তবে কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য চল্লিশ বৎসরের কম সময়ে যথোপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত শিক্ষকের সংগ্রহ সম্ভবপর না হইতেও পারে।

(খ) মৌলিক শিক্ষার জন্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃ বর্গের দুই কমিটির রিপোর্টে লিখিত যে-সকল প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শিক্ষাদানের পন্থা সেইভাবে অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

(গ) দেশের ভাবী নাগরিকগণের জন্য নির্দ্ধারিত, উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক শিক্ষালয়, শিক্ষার্থীগণের পক্ষে শেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; সেইজন্য তাহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত এবং সেইজন্যই তাহার শিক্ষকমণ্ডলীকে সুশিক্ষা-সম্পন্ন ও উপযুক্ত উপাদান-সম্বলিত হইতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষকের উপরেই সব শিক্ষা নির্ভর করে। শিক্ষকগণের, বিশেষতঃ প্রাথমিক স্কুলের, বর্ত্তমান অবস্থা এবং বেতন নিতান্ত শোচনীয়। জাতীয় প্রকৃতি ও পদ্ধতির সহিত খাপ খাওয়াইতে গেলে, ১৯৪৩ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টবর্গের সমর্থিত কমিটির রিপোর্টে যাহা উল্লিখিত

হইয়াছে—শিক্ষকগণের শিক্ষাজ্ঞান, সংগ্রহ এবং অবস্থা সম্পর্কে—সেই পরিমাণ অগ্রগতি সর্ব্বনিম্ন স্তরের। সেই পরিমাণ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র অবলম্বন এবং প্রচলন করিতে হইবে।

(ঙ) "শিক্ষা-প্রাপ্ত নারী শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(চ) "এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহের প্রচলনোপযোগী বার্ষিক অনুমানিক ব্যয়, সর্ব্বস্থলে গৃহীত হইলে, ন্যূনকল্পে ২০০ কোটি টাকা হইবে।"

উক্ত বোর্ড স্থির করিয়াছেন নিম্নতর মৌলিক শিক্ষার জন্য ১১৪ কোটি এবং উচ্চতর মৌলিক শিক্ষার জন্য ৮৬ কোটি টাকা আবশ্যক। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে চল্লিশ বৎসরের সাধনায় আমরা এই সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, অর্থাৎ দেশে নিরক্ষরতার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করিয়া শিক্ষার্থিগণকে—ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া যুগোপযোগী ভাবধারার সহিত পরিচিত করাইতে পারি। শুধু ভাবধারা নয়, তাহাদিগকে জীবন-ধারণের উপযোগী করিয়া নবতর কর্ম্মধারায় অনুপ্রেরিত করিতে পারি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা এই দুরূহ কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, শিক্ষাবিদ্‌গণ দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত নানা স্থলে—নানা প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আজ ভারতের যুগ সন্ধিক্ষণে নিরক্ষর ভারতবাসীর দুরবস্থার দিকে—পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

"বনিয়াদী শিক্ষা"

আমাদের দেশে "বনিয়াদী শিক্ষা"র সুর উঠিয়াছে অল্পদিন। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস বহু পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষার জাতীয়তা-করণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"কংগ্রেসের মত এই যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অবস্থায় নিম্নস্থিত নীতি-অবলম্বনে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিহিত হয়:—

(১) সাত বৎসরের উপযোগী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র দেশে সকল বালক-বালিকাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইবে।

(৩) শিক্ষা-গ্রহণ কালে কোন না কোন হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণ হইবে। শিক্ষার্থীর পরিবেশের উপযোগী যে-কোন হস্তশিল্পকে প্রধান স্থান দিয়া তাহার সর্ব্ববিধ জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।"

এই বৎসরেই নিখিল ভারতীয় শিক্ষা-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশ কংগ্রেস্ করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ ও অনুশাসন অনুসারে ডক্টর জকীর হোসেনের উপর একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার দেন। ইহাই "ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা" নামে পরিচিত।

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষভাগে ওয়ার্দ্ধায় জাতীয় শিক্ষা-সংসদে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা অনুসরণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী

১৯৩৮ সালের মে মাসে জকীর হোসেন কমিটির প্রস্তাবিত খস্‌ড়ার একটি ভূমিকা বা মুখবন্ধ রচনা করেন। উক্ত মুখবন্ধে গান্ধীজী পল্লীগ্রামে জাতীয় শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

মহাত্মাজী লিখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা-পদ্ধতি পল্লী-অঞ্চলের বালক-বালিকাদের শিক্ষা-ব্যাপারে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিবে। ইহা কোনক্রমেই পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী করা জিনিষ নহে।

অবশ্য দেশ-কালোপযোগী শিক্ষা-প্রণালী সকল দেশেরই চিন্তা-নায়কগণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন চিন্তার ফলে আবিষ্কার করেন। স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্য দিয়া শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-প্রণালীর সার্থকতা ইউরোপ ও আমেরিকার মনীষিগণের মনে অনেক দিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভিটেরিণো ডা ফেল্‌ট্রা সর্ব্বপ্রথমে উদ্গতদন্ত শিশুর শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে বেকন্, কোমেনিয়াস, লক্, রুশো, পেস্‌টালট্‌জি, হার্‌বার্ট্ ও ফ্রোবেল—শিশু মনের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত অথচ সুপরিচালিত শিক্ষাকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহার পর—অষ্টাদশ শতকে টীড্‌ম্যান এবং উনবিংশ শতকে প্রেয়ার্ ও পেরেজ নামক দুই-জন শিক্ষা-রথী শিশু-মনের বিকাশ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন মুলুকে ষ্টানলী হল্‌কে শিশু-শিক্ষা-আন্দোলনের গুরু বলা যায়। ইহাদের সকলেই শিক্ষাদান ব্যাপারকে শিশু-কেন্দ্রিক করিবার কল্পনা করিয়াছেন এবং অল্পাধিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া শিশুকে সামাজিক জীবন-পথে সৌষ্ঠবের সঙ্গে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার নূতনত্ব গান্ধী-কল্পনায় বা ওয়ার্দ্ধা-প্রণালীতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "বুনিয়াদি শিক্ষা দর্শনের গোড়াকার কথা, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পরিবর্ত্তে সহযোগিতা-নীতির

প্রবর্ত্তন এবং সহযোগের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা হিংসা ও হানাহানিকেই জীবনের মুখ্য প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। * * * এই নীতির ভিত্তিতে যে সমাজ গড়িয়া উঠে স্বভাবতই তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি চলে; আমাদের সমাজেও তাই হইয়াছে। * * * সুতরাং যদি জীবনে এই সহযোগিতার নীতিকে আমরা বড় করিয়া দেখিতে পারি, যদি ছেলে মেয়েদের মনে এই নীতির অনুপ্রেরণা দিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো এমন এক সমাজ একদিন গড়িয়া উঠিবে যেখানে মানুষ পরের সহিত মিলিয়া চলাকে, পরের জন্য ত্যাগ করাকেই জীবনের চরম শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া মনে করিবে। তখন অপরকে হিংসা না করিয়া ভালবাসিবে, এবং সেদিন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রেমের ভিত্তিতে রচিত হইবে।"

এই নবীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা—উপযুক্ত শিক্ষক-সংগ্রহ। এই নবতর বিদ্যায়তনে শিক্ষককে হইতে হইবে—কর্ম্মতৎপর, কুশাগ্রবুদ্ধি, ধৈর্য্যশীল, উদারহৃদয়, নিরভিমান এবং শিশুর বয়স্ক বন্ধু। শিশুকে প্রতি বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে চালাইতে হইবে বিভিন্ন খণ্ডিত জ্ঞানের সমীকরণে। শিক্ষককে শিক্ষা-গ্রহণ করিতে হইবে নিম্নলিখিত বিষয়ে :—

(ক) চরকায় সূতা-কাটা ও তূলা ধোনা।

(খ) অন্য যে কোন হাতের বা হাতিয়ারের কাজ।

(গ) শারীর-বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং খাদ্য-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট জ্ঞান।

(ঘ) কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে সমাজ-জীবনের সুসঙ্গত সম্বন্ধ-স্থাপন।

(ঙ) সরল-সমীকৃত শিক্ষা-গ্রহণের সঙ্গে সমীকৃত শিক্ষাদান-প্রণালী।

(চ) ভারতের জাতীয় জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর জাতি-সমূহের প্রগতি।

(ছ) উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অন্ততঃ পঁচিশটি পাঠের অধ্যাপন।

এইরূপ ভাবে শিক্ষিত শিক্ষক নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী অবলম্বন করিবেন। (ইহাদের প্রত্যেকটি অন্যূন সাত বৎসরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট) :—

(১) **কেন্দ্রীয় কর্ম্ম।**

(ক) চরকা ও তাঁতের ব্যবহার।

(খ) কাঠের কাজ।

(গ) কৃষি।

(ঘ) শাক্‌সবজি ও ফলের চাষ।

(ঙ) চামড়ার কাজ।

(চ) স্থানীয় এবং ভৌগোলিক অবস্থার অনুযায়ী যে-কোন কর্ম্ম।

(২) **মাতৃভাষা।**

সাত বৎসরের মধ্যে বালক-বালিকাকে এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সে—

(ক) স্বাভাবিক ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র পরিবেশের অন্তর্গত যে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে পারে।

(খ) আধুনিক কালের আলোচ্য যে-কোন বিষয়-সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এবং যুক্তির সহিত কথা বলিতে পারে।

(গ) কঠিন কঠিন উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ নীরবে পড়িয়া বুঝিতে পারে।

(ঘ) গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ অর্থ-বোধ এবং অনুভূতির সঙ্গে আবৃত্তি করিতে পারে।

(ঙ) প্রয়োজন-মত অভিধান ব্যবহার করিয়া পাঠাগারের গ্রন্থপাঠে তথ্য সংগ্রহ তথা আনন্দলাভ করিতে পারে।

(চ) গ্রামাঞ্চলের সভা-সমিতির কার্য্য-বিবরণী নিজ ভাষায় লিখিতে পারে।

(ছ) ব্যক্তিগত অথবা ব্যবসায়গত চিঠিপত্র সরল ভাষায় লিখিতে পারে।

(জ) উল্লেখযোগ্য ও প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক-গণের রচনা পাঠ করিতে এবং উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা করিতে পারে।

(৩) গণিত।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ (অমিশ্র ও মিশ্র), ভগ্নাংশ, দশমিক, ত্রৈরাশিক, ঐকিক নিয়ম; সুদকষা, ব্যবহারিক জ্যামিতি এবং হিসাব-গণনার গোড়ার কথা।

যে কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা-বিধান চলিবে তাহারই উপর হিসাব-নিকাশ চলিবে এবং শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে গণিতের সহায়তায় নানাবিধ জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হইবে।

(৪) সমাজ-তত্ত্ব।

ইহা, এক কথায়, ইতিহাস, ভূগোল এবং পৌর-বিজ্ঞান। প্রথমে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক পরিচয় শিক্ষার্থীকে দিতে হইবে। তার পর রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয় দিতে হইবে। সত্য, প্রেম, ও ন্যায়বিচারের, সমবেত প্রচেষ্টার, জাতীয় মিলনের এবং মানব-সমাজের ভ্রাতৃত্বের ধারণা জন্মাইতে হইবে। নিম্নশ্রেণীতে জীবন-চরিতের উপর ভিত্তি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নততর ধারণা ছেলেদের মনে আনিতে হইবে। অতীতের গৌরব-বোধ যেন দূষিত হইয়া সংকীর্ণ জাতীয়তায় স্ফীত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাঠ্যসূচীতে মানবজাতির পবিত্রাতাগণের শান্তি-বাণী স্থান পায়, এরূপ রচনার অবকাশ দিতে হইবে। সত্য ও অহিংসা প্রতারণা ও বিদ্বেষের অনেক উর্দ্ধে, একথা বুঝাইতে হইবে। প্রতি বিদ্যালয়ে "জাতীয় সপ্তাহের" অনুষ্ঠান আবশ্যিক হইবে।

শিক্ষার্থিগণকে জনহিতকর অনুষ্ঠান, পঞ্চায়েৎ-প্রথা, সমবায়-সমিতি, জনসেবকের কর্ত্তব্য, জেলা-বোর্ড বা ম্যুনিসিপ্যালিটির সংগঠন ও পরিচালন, ভোটদানের মর্ম্মকথা এবং প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ধারণা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। ছাত্রজীবনের মধ্য দিয়া স্কুলের আবেষ্টনে

স্বায়ত্তশাসনের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশবিদেশের দৈনিক খবরাখবর সংবাদপত্র পাঠে রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ভূগোল ছাত্রগণকে শিখাইতে গিয়া শিক্ষক প্রথমে উদ্ভিদ্, প্রাণী ও মানুষের বিচিত্র জীবন-ধারার পরিচয় দিবেন। পরে দৃষ্টান্ত ছবি ও কথোপকথনের সাহায্যে আব্‌হাওয়া এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের পাঠ দিবেন। মানচিত্রের অধ্যয়ন এবং অঙ্কন অত্যাবশ্যক হইবে, এবং গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেশের পরিচয় আরোহণ-প্রথায় সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া পৃথিবীর ভূগোল-তত্ত্বে পরিণতি লাভ করিবে। জল, স্থল ও বিমান-পথের নক্‌সা দেখাইয়া এবং দেশ ও বিদেশের কৃষি-শিল্পের আখ্যান সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষার্থীকে বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে আগাইয়া আনিতে হইবে।

(৫) **বিজ্ঞান।**

বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে—বস্তুপাঠ, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, শারীর-তত্ত্ব, ব্যায়ামাদির অনুশীলন, রসায়ণ, নক্ষত্র-পরিচিতি এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানিগণের বিচিত্র জীবন-কথা।

চিত্রবিদ্যা এবং সঙ্গীত—উপরোক্ত শিক্ষা দর্শনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অন্য-নিরপেক্ষ সহায়ক হইবে। এই রকমের বিধানে শিক্ষাপ্রার্থী ক্ষুদ্রকায় মানব-মানবীকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। "পুঁথিই বুদ্ধিবৃত্তি চর্চ্চার একমাত্র উপায় নহে, অন্য উপায়ও আছে। এবং সে উপায়গুলিকে যত বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা যায়, বুদ্ধির বিকাশও তত বেশি হয়। সেইজন্যই বিদ্যালয়ে হাতের কাজের এবং নানারকম শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন, শুধু বৃত্তি শিখাইবার জন্য নহে, মানসিক ভাব ও বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্য।"

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি—শিক্ষার্থীকে গ্রন্থকীটে পরিণত করা। অথচ, এই আনন্দবর্দ্ধক নূতন ব্যবস্থায় সাত বৎসর কালের

মধ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজি বাদে—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর উপযোগী জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে।

* * *

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার নায়কগণ নিজেরাই বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

(ক) বনিয়াদি শিক্ষা-প্রণালীর প্রথম ও প্রধান ত্রুটি উহার কর্ম্মকেন্দ্রীকতা, অর্থাৎ উহা দ্বারা প্রকৃত বিদ্যালাভের ব্যাঘাত ঘটে। এই অভিযোগের উত্তর তাঁহারা দেন এই বলিয়া যে—বালক বালিকাগণ কেবল যন্ত্রবৎ কর্ম্ম-শিক্ষা করিবে না; তাহারা মুখে মুখে অনেক কথা শিখিবে, ছবি ও নক্সা আঁকিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে। প্রতি বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত হইবে তাহাদের সম্পৎ। সুতরাং এই প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞান-সম্মত।

(খ) এই শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্য্যায়েই নিবদ্ধ অর্থাৎ, মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার কোন প্রসঙ্গ নাই। এই অভিযোগের উত্তরে তাঁহারা বলেন, "বনিয়াদি শিক্ষা" সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা; যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ নিশ্চয়ই করিবে, তবে উভয় শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

(গ) কেহ কেহ বলেন, সাত বৎসর বয়স শিক্ষারম্ভ ঠিক নহে। উহাতে অযথা বিলম্ব হয়। কিন্তু ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার কর্ত্তারা বলেন, সাত বৎসরের কম বয়সের শিশুরা সমাজতত্ত্ব ও পৌরবিজ্ঞান অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইতিহাস ও ভূগোল শিখিবার উপযোগী হয় না। চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাহারা নাগরিক অধিকার-এর মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। ঐ বয়সে মাতৃভাষার জ্ঞান যে পরিমাণে অগ্রসর হইবে, তাহাতে, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের নিরক্ষরতা ফিরিয়া আসিবে না, যেমন প্রচলিত পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীগণের সাধারণতঃ হইয়া থাকে।

(ঘ) অপর এক অভিযোগ এই যে নূতন পরিকল্পনায় খেলা-ধূলার কোন বিধান প্রকাশ্যভাবে দেওয়া হয় নাই। এই শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটাই স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্যগত; গান করিতে করিতে, ছবি আঁকিতে আঁকিতে, কথা শুনিতে শুনিতে ও বলিতে বলিতে শিক্ষা-গ্রহণ অজ্ঞাতসারে হইতে থাকিবে। পাঠ্যপুঁথির নাগ-পাশ হইতে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি তাহাদের মনেই আসিবে না। তবে দল বাঁধিয়া খেলাধূলার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই।

(ঙ) আর একটি গুরুতর আপত্তি এই, বনিয়াদি শিক্ষালয়ের বালক-বালিকারা যে সকল বস্ত্র বা বস্তু উৎপাদন করিবে, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষকগণের পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। কিন্তু এই নব পদ্ধতি নির্ম্মাণ-কারিগণ বলেন, ইহা একটি প্রস্তাব মাত্র; রাষ্ট্র-ভাণ্ডার এইরূপ শিক্ষা ব্যাপারে বদ্ধ থাকিবে, এরূপ কল্পনাও হাস্যোদ্দীপক। রাষ্ট্র নিশ্চয়ই স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে, প্রয়োজনীয় উপকরণের সংগ্রহ করিতে এবং শিক্ষকগণের বেতন দিতে বাধ্য। যখন ছেলেমেয়েরা বুঝিবে তাহাদের নিজ হাতে গড়া জিনিস বাজারে বিক্রয় হইবে, স্কুলের টাকা আসিবে, তখন অজ্ঞাতসারে তাহাদের মিতব্যয়িতা ও হিসাব-নিকাশ অভ্যস্ত হইবে। অর্থাৎ, এক কথায়, তাহারা সংসারে সংগ্রামের উপযোগী হইবে।

(চ) আর একটি অভিযোগের উত্তরও ইহারা দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে সুপ্রাচীন কালোপযোগী গ্রাম্যতা ফিরিয়া আসিবে এবং আধুনিক কালের কারখানা-প্রিয়তার ও অগ্রগতির ব্যত্যয় হইবে। ইহারা লিখিয়াছেন :—

"We fail to see why co-ordinated training in the use of the hand and the eye, training in practical skill and observation and manual work, should be a worse preparation for later industrial training than the present education which is

notoriously bookish and academic and difinitely prejudices our students against all kinds of practical and industrial work."

ইহার মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিরকাল পল্লী-প্রধান; সুতরাং পল্লী-জীবনকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিকভাবে যন্ত্রশিল্পের সারাংশের অনুশীলন করিতে হইবে। প্রাচ্যখণ্ডে জাপান ১৮৬৭ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাশ্চত্য শিল্পরস গ্রহণ করিয়া যেরূপ পুষ্টি ও তুষ্টিলাভ করিয়াছিল, আমরা তাহার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে পাশ্চাত্য দর্শন ও কাব্যে মগ্ন হইয়াও পারি নাই। আমাদের পাশ্চাত্য-শিক্ষা ইউরোপীয় বণিকদের উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনমাত্র। সেইজন্যই আজ ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ। কিন্তু অনেকের মতে এই অসন্তোষ মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ নানাকারণে আমাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আরও কিছুকাল আছে।

* * * *

বনিয়াদি শিক্ষার ভাল ও মন্দ, উভয় দিক্, প্রথম হইতেই নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে কলিকাতা "ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটুট হলে" এ সম্বন্ধে শিক্ষা-নায়কগণের একটি দীর্ঘ বিতর্কমূলক আলোচনা হয়। দলে কোন পক্ষই কম ছিল না। তারপর বহু সাময়িক ও সংবাদপত্রে এ বিষয় লইয়া নানা মত প্রচারিত হয়। তবে এই শিক্ষা-প্রণালীর নূতনত্ব-সম্বন্ধে সকলেই সচেতন থাকেন। ১৯৩৮ সালে যখন অখণ্ড ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষা চলে, তখন বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বনিয়াদি শিক্ষার প্রচলন সুরু হয়। ওয়ার্দ্ধায় শিক্ষকগণের শিক্ষা ব্যবস্থা আরব্ধ হয়। বাংলা দেশ তখনও কতকটা উদাসীন ছিল। তাহার কারণ অনেক, প্রধান কারণ—তখন বাংলায় কংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতগবর্ণমেণ্টও একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। উহারই নাম "সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা"। ইহাতে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার মূলনীতি প্রায় পূরাপূরিই সমর্থিত হইয়াছে। সার্জ্জেণ্ট সাহেব যে টাকার হিসাব দিয়াছিলেন, অর্থাৎ কুড়ি বৎসরের মধ্যে সরকারের তহবিল হইতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা অযৌক্তিক নহে। তবে দ্বিতীয় মহাসমরের প্রচণ্ড চাপে পড়িয়া তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। সেইজন্য ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধী "নয়া তালিমী" নামক নূতন প্রস্তাব করেন। উহাতে অর্থ-ব্যয়ের সঙ্কোচের উল্লেখ আছে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাথা পিছু শিক্ষার ব্যয় কত হওয়া উচিত তাহার নূতন আলোচনা বর্ত্তমান পৃথিবীর বিড়ম্বিত ও বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক অবস্থায় পুনরায় আরম্ভ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রনায়ক ও দেশবাসীগণের আর কাল বিলম্ব করিবার অধিকার নাই। আর সব কিছুই বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা বন্ধ থাকিলে নবলব্ধ স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। বনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা উত্তম না হইলে স্বাধীনতার বনিয়াদ কাঁচাই থাকিয়া যাইবে।

সমাপ্ত
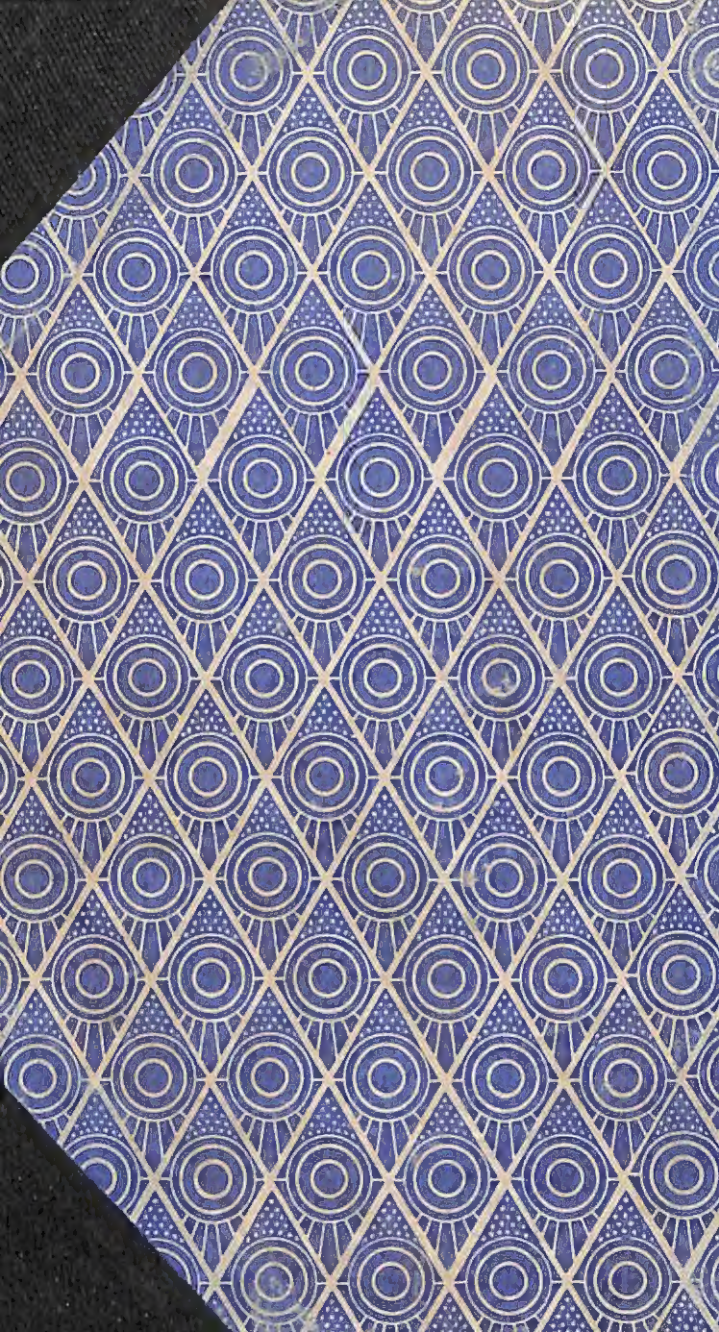
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR